নৌফেল ও হাতেম

ফররুখ আহ্‌মদ

নৌফেল ও হাতেম

www.pathagar.com

নৌফেল ও হাতেম

ফররুখ আহ্‌মদ

স্টুডেন্ট ওয়েজ
বাংলাবাজার, ঢাকা।

www.pathagar.com

প্রকাশনার চার দশকে
স্টুডেন্ট ওয়েজ

প্রকাশক
মোহাম্মদ লিয়াকতউল্লাহ
স্টুডেন্ট ওয়েজ
৯ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০
দূরাভাষ : ২৩ ৪০ ৩৬

প্রথম এস. ওয়েজ মুদ্রণ
ভাদ্র ১৪০৪ সাল
রবিঃসানি ১৪১৮ হি:

প্রচ্ছদ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

গ্রন্থস্বত্ব
সৈয়দা তৈয়বা খাতুন

অক্ষর বিন্যাস
বীরেন্দ্র কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে
সালমানি প্রিন্টিং প্রেস
নয়াবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা

ISBN- 984-406-145-8

NOUFEL O HATAM : A Bengali Drama by Furrukh Ahmad. Published by Mohammad Liaquatullah of Student Ways 9, BanglaBazar, Dhaka-1100. First S. Ways Edition August Nineteen Hundred Ninety Seven. Price : Taka Fifty Only.

www.pathagar.com

চরিত্র

নৌফেল, হাতেম, উজীর,
আমীর, শায়ের, মুর্শিদ, কোতোয়াল, গুপ্তচর, ভাঁড়,
মোসাহেব, বেগম, কাঠুরিয়া, কাঠুরিয়ার স্ত্রী, কাঠুরিয়ার
সন্তান ও অন্যান্য।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কা হি নী ই শা রা

'য়েমন মুলুকে ছিল শাজাদা হাতেম,—নেকনাম!
নিল সে দারাজ-দিল মানুষের বোঝা গুরুভার!
ছেড়ে এল তাজ তখ্‌ত্‌, এল ছেড়ে ঐশ্বর্য, আরাম;
মহান খিদ্‌মতগার পেল প্রীতি, খ্যাতি সে অপার
আরবে নৌফেল শাহা প্রতিদ্বন্দ্বী সে যশলিপ্সায়
বিলালো ভাণ্ডার, তবু পেল না যে সম্মান দাতার।
নেমে গেল প্রাণ তার অন্ধ হিংস্র রাত্রির ছায়ায়;
আশ্চর্য পন্থায় শাহা পেল শেষে মুক্তির দুয়ার।

বিগত দিনের স্বর্ণ ও রাত্রির নিকষে অম্লান
জাগায় ভোরের স্বর্ণ ক্লান্ত ক্ষণে উজ্জ্বল জরীন,
শ্রান্তির আঁধার চিরে ওঠে জেগে মানুষের গান,
ঝঞ্ঝা-ঝড়ে, ঘূর্ণাবর্তে ওঠে জেগে আশা অমলিন।
বহু শতাব্দীর ঢেউ সে কাহিনী হয়ে এল পার
'য়েমনী হাতেম আর বলদর্পী নৌফেল বাদশার।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রসঙ্গঃ নৌফেল ও হাতেম

—আবদুল হাফিজ

"নৌফেল ও হাতেম" ফররুখ আহমদের একটি দুঃসাহসিক কবিকর্ম। তার কারণ দ্বিবিধ। প্রথমত পূর্ব বাংলার সাহিত্যে নাটক রচনার ব্যাপারটি এমনিতেও খানিকটা দুঃসাহসের কাজ। সার্থক নাটক এ পর্যন্ত আমরা পাইনি, যার মধ্যে একাধারে মঞ্চধর্মিতা ও অন্যদিকে সাহিত্যিক উৎকর্ষতার সমাবেশ ঘটেছে। সাম্প্রতিককালে, এ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে বিলেতে এবং কন্টিনেন্টের নানা দেশে কাব্যনাটকের পুনরুজ্জীবন (revival) চেষ্টা চলছে। ফলে দেখি, এলিয়টের মতো কবি-প্রতিভাও এদিকে প্রযত্ন ও অধ্যবসায় প্রয়োগ করে (Murder in the Cathedral)" এর মতো সার্থক কাব্যনাটক সৃষ্টি করেছেন, যার মঞ্চসাফল্য সংশয়াতীতরূপে প্রতিষ্ঠিত। Yeats ও অসংখ্য কাব্যনাটক লিখেছিলেন; আইরিশ থিয়েটার আন্দোলনের প্রবর্তনা ঘটে তাঁরই হাতে, তাঁরই কাব্যনাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে। এদিকে পদচারণা করে আরও অনেকে খুব সাম্প্রতিককালেও বিলেতে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন। অর্থাৎ ইউরোপে ও বিলেতে কাব্যনাট্য পুরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা যেমন সাম্প্রতিক, তেমনি অন্যদিকে এ ধরনের কাব্য-নাটকের প্রতি দর্শক ও পাঠকের অনুরাগ প্রমাণ করে কবিতা ধর্মানুরাগের অপর নাম।

কিন্তু পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে প্রশ্নটি অন্যভাবে বিবেচ্য। কবিতা যেমন আমাদের হাতে, অন্তত বিভাগোত্তরকালে একটা শ্রেষ্ঠ শিল্পে উন্নীত হয়নি, তেমনি হয়নি নাটক। গদ্যে রচিত নাটকের সংখ্যা কম, আর যা আছে তাও শিল্পকর্মের নজির হিসেবে (নাটকের জটিল স্বভাবের কথা স্মরণ রেখে) উল্লেখযোগ্য নয়। সুতরাং এ মুহূর্তে " নৌফেল ও হাতেম" হাতে নিয়ে বিপন্ন বিস্ময়ের সম্মুখীন হওয়া ছাড়া পথ থাকে না।

" নৌফেল ও হাতেম"-এর কাহিনী মূলত হাতেমের বীরত্ব, দানশীলতা ও সুনামের প্রতি নৌফেলের ঈর্ষাবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। হাতেম বাদশাহজাদা, কিন্তু রোমান্টিক মানবিকতার অধিকারী—মধ্যযুগীয় কাব্যের তিনি মহৎ নায়ক। নৌফেল স্বয়ং বাদশাহ। হাতেমের বিপুল সুনাম তার রাজ্যের অধিকারীদেরকেও করে মুগ্ধ। ফলত সংকীর্ণচিত্ত নৌফেল হাতেমের দানশীলতাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য তার খাজাঞ্চিকে হুকুম দেয়:

লক্ষ দিরহাম তুমি দেবে লক্ষ সায়েলের হাতে
পরিচিত, অথবা অপরিচিত। দৃষ্টি রেখো, যেন
কৌশলী ভিখারী কোন এ মেলায় করে না বঞ্চনা
বারবার ভিক্ষা নিয়ে। দেবে তুমি সহস্র দিনার
দূরান্তের মুসাফির দেখে।

হাতেমের দেশের এক মুসাফির এ সময়ে বেড়াতে এসেছিল নৌফেলের রাজ্যে। সে সচকিত হয়ে অনুভব করে আশ্চর্য তামাশা। দুঃস্থ মিসকিন বা প্রতিবেশী রেখে আমাকে আশরফি দিল। মুসাফিরের করুণ উপলব্ধিই তাকে দিরহাম ত্যাগ করতে প্ররোচিত করে:

আশরফি চাই না আমি, নই আমি ভিক্ষুক সায়েল
এসেছি মেলায় শুধু এ রাজ্যের রীতি দেখে যেতে;

www.pathagar.com

দেখেছি তা। চলে যাব এই রাত্রিশেষে। নিয়ে যাও
ফেরায়ে আশরফি তুমি; দিও দর্পী নৌফেল বাদশাকে।

হাতেমের ঔদার্য আর মহৎ মানবিকতার শিক্ষা তার রাজ্যের এই নাগরিকের চরিত্রে প্রতিফলিত। জাতীয়তাবাদী ফর্‌রুখ আহ্‌মদের পক্ষে এ ধরনের চরিত্র সৃষ্টি সম্ভব। নৌফেলের গোয়েন্দা সংবাদ সংগ্রহ করে—রাজ্যের মুসাফির কর্তৃক অবহেলিত মোহর ধূলায় যায় গড়াগড়ী; কোতোয়ালের চোখে সে একটা জঘন্য অপরাধ। মুসাফিরকে গ্রেফতার করা হ'ল নৌফলের অনিবার্য নির্দেশে:

জল্লাদ, গর্দান নাও শয়তানের। হত্যা করো ওকে
তিলে তিলে, ওজুদের চামড়া খুলে নিয়ে, ভারী বোঝা
জগদ্দল পাথর চাপিয়ে ; যাও যাও নিয়ে যাও।

কিন্তু নৌফেলের ভাঁড় বোধ করি রসিকতা ছাড়া আরও কিছু জানে:

আজব তামাশা... বুদ্ধি মগজেই থাকে। ঘিলুহীন
মুণ্ডের বিরান মাঠে সারবস্তু জন্মে না কখনো।

'ওয়েসিস' নামক একটি দৃশ্যে ক্রীড়ারত বাচ্চাদের মুখ হাতেমের প্রশংসাকীর্তন ও নৌফেলের নিন্দা প্রচার করা হয়েছে। নৌফেলের রাজ্যের বাচ্চা, জোয়ান, জঈফ হাতেম-অনুরাগী। তাই শেষ পর্যন্ত এ নাটকের দ্বিতীয় অংকে ঈর্ষাকাতর নৌফেল হাতেমকে রাজ্যহীন করার জন্য করেন চক্রান্ত, চালান যুদ্ধপ্রস্তুতি। উজির বাধা দান করলে নৌফেল বলেন:

আমাকে দিও না বাধা। প্রতি রন্ধ্রে, প্রতি স্নায়ু-কোষ
জ্বলে কোন্ জাহান্নাম রাত্রিদিন, তুমি তা জানো না।

রক্তের অন্তর্গত এই জাহান্নামই তাকে হাতেমবিরোধী যুদ্ধাভিযানে প্ররোচিত করে। অন্যদিকে যুদ্ধ-সংবাদ শ্রবণ করে হাতেম বৃদ্ধ পিতাকে বলেন:

আমার সর্বস্ব যদি চায় আজ নৌফেল তা'হলে
সব কিছু ছেড়ে দিয়ে যাব আমি দূর-দেশান্তরে।

বাদশা বলেন:
ভীরু, কাপুরুষ।
হাতেম উত্তর দানকালে তাঁর জীবনাদর্শের উচ্চকিত ঘোষণা অব্যক্ত রাখেন না:
খাতির সংঘর্ষে আমি দেখি নাই মর্দমী কখনো।
অথবা
চাই না সংঘর্ষ তাই যশের পূজায়।

হাতেম চরিত্রে মুসলিম খলিফাগণের ইসলামী রাজনীতিবোধের স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যেতে পারে। এবং শেষ পর্যন্ত তিনি পালিয়ে যান-প্রজাবর্গের প্রতি তাঁর অফুরান ভালবাসা, স্নেহের জন্যই। নৌফেল তাঁর রাজ্য জয় করেও শত্রু হাতেমের সন্ধান পান না। অনুরাগী প্রজাপুঞ্জ লুকিয়ে রাখে তাঁকে। এ অবস্থাতেও হাতেম দুঃখীর ভার বহন করেন। হাতেমের মস্তকের মূল্য নির্ণীত হয় বিশ সহস্র দিনার। একটি দরিদ্র পরিবার বৃদ্ধ ও তাদের তিন পুত্র হাতেমের সন্ধান করতে থাকে। বিশ সহস্র দিনার তার আজীবনের দারিদ্র্য ঘুচিয়ে দিতে পারে। পরিবারটির দারিদ্র্যের কথা জানতে পেরে নৌফেল বাদশার কাছে হাতেম আত্মসমর্পণ করতে যান—যাতে পরিবারটি ঐ বিশ সহস্র মুদ্রা লাভ করে দারিদ্র্যের অসহ্য

www.pathagar.com

যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়। বৃদ্ধ অবশ্য আপত্তি তোলে, পুত্রদের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করে, কিন্তু পুত্রেরা তার কথা শোনেনি। বৃদ্ধের কথার প্রত্যুত্তরে হাতেম বলেন:

ব্যাকুল হোয়ো না বৃদ্ধ। জিন্দেগানি রেখেছি আমার
আল্লার বান্দার কাজে। সামান্য প্রাণের বিনিময়ে
দুঃখের দুর্দিন যদি কেটে যায় তোমাদের, তবে
দিও না অহেতু বাধা।

সাচ্চা মুসলিমের সোচ্চার আদর্শ প্রচার সন্দেহ নেই। নৌফেল সমীপে বৃদ্ধ স্বীকার করে, হাতেম স্বয়ং ধরা দিয়েছেন, জীবন দিতে এসেছেন শুধু বৃদ্ধের পরিবারটির দারিদ্র্য ঘুচবে বলে। হাতেমের এই ঔদার্যে অবাক হন নৌফেল। নৌফেলের মুর্শিদ এক বৃদ্ধ ঘোষণা করে:

...... কে দেখেছে
এমন দারাজ -দিল কে দেখেছে দুনিয়া জাহানে?

আর কবি বলেন:

কে শুনেছে এই ত্যাগ, মর্দমীর কথা? প্রবৃত্তির
উর্ধ্বে জানি ফেরেশতারা—নূরানী লেবাস; কিন্তু ধূলি-
মলিন লেবাস যার সেই লব্ধ মাটির মানুষ
হিংসা ও বিদ্বেষে অন্ধ করে যায় ব্যর্থ হানাহানি
ভ্রাতৃরক্তে প্রতিদিন বাড়ায়ে মুনাফা।
কবি আরও বলেন:
হাতেম তা'য়ীর শির পর্বতের মত মহীয়ান,
সুবহে উম্মীদের মত মুখ তার উজ্জ্বল রওশন।

সব দেখে শুনে নৌফেল এই ত্যাগবীর দেশপ্রেমিক ইসলামী আদর্শে প্রবুদ্ধ হন এবং নির্মোহ মানবিকতার প্রতীক হাতেমের কাছে করেন আত্মসমর্পণ। হাতেমের উদ্দেশ্যে নৌফেল বলেন:

.......দিয়ে যাও মহৎ প্রেরণা
প্রেমপন্থী সুমহান আদর্শের পথে, নিয়ে যাও
বিক্ষত, বিভ্রান্ত জনে মানুষের মুক্তির মঞ্জিলে;
শায়েরের উক্তিতে এ কাব্যের সমাপ্তি :

কাব্য নয় গান নয়, শিল্প নয়,—শুধু সে মানুষ
নিঃস্বার্থ, ত্যাগী ও কর্মী, সেবাব্রতী, পারে যে জাগাতে
সমস্ত ঘুমন্ত প্রাণ,—ঘুমঘোরে যখন বেহুশ;
জ্বালাতে পারে যে আলো ঝড়-ক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতে;
যার সাথে শুরু হয় পথ চলা জাগ্রত যাত্রীর
দিল সে ইশারা আজ আত্মত্যাগ হাতেম তা'য়ীর।

www.pathagar.com

ক্ষীণ এই কাহিনী, এর প্লটে তাই নেই জটিলতা, নেই নাট্যধর্মিতা আরোপের কোন সুযোগ। এক কথায় কাহিনীর ক্ষীণতা এ কাব্যনাটকের নাটকীয়তাকে করেছে ক্ষুণ্ন। বিশুদ্ধ নীতি প্রচার রাজনৈতিক মতাদর্শের আড়ালে কাহিনীকে খর্ব করেছে। মুসলিম খলিফাগণের আদর্শের রূপকথা জাতীয় গল্প ফররুখ আহ্‌মদকে প্রভাবিত করেছে। এ কাব্যনাটকে তাই কাব্যকে এবং নাটকীয়তাকে ছাড়িয়ে গেছে ইসলামী জীবনধারার প্রচার। অথচ নাটকে এটি না হওয়াই বাঞ্ছিত ছিল। শেকসপীয়ারের নাটকে সমকালীনতা ভাস্বর, তবু তা তার নাটকের নাট্য বা কাব্যস্বভাবকে অতিক্রম করে না।

কিন্তু ফররুখ আহমদ কবি, তাঁর কাছে আদর্শ কাব্যনাটক আশা করি না; বিশেষ করে তাঁর সামনে কোনও বাংলা কাব্যনাটকও উপস্থিত নেই। পূর্ব বাংলার কাব্যনাটকের ইতিহাসে চিরকাল এক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ বলে গণ্য হবেন। দ্বিতীয়ত এ কাব্যনাটক সিম্বলিজমকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে প্রেরণা এসেছে ইউরোপ থেকে। কিন্তু প্রতীক ব্যবহারে সচেতনতার পরিচয় দিতে পারেননি তিনি। অথচ হাতেমকে নিয়ে প্রতীকী মহাকাব্য লেখার সুযোগ রয়েছে। স্বীকার করি, হাতেমকে সর্বপ্রকার অতিপ্রাকৃত ঘটনার হাত থেকে তিনি বাঁচিয়ে দিয়ে কাহিনীকে মানবিক করেছেন অথচ রোমান্স রাজ্যের এই রূপকুমারকে নিয়ে অপরূপ সুন্দর কাব্যনাটক হতে পারতো।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ইসলামী জীবনাধারায় বিশ্বাসী হলেও তিনি আসলে পূর্ব বাংলার প্রগতি সাহিত্যেরই ধারক ও বাহক। তাঁর সিন্দাবাদ সমুদ্রবিহারী–নোনা পানির হাম্মামে সে করতে চায় গোসল। তাঁর হাতেম তায়ী গগনবিহারী হলেও ধূলিমলিনতাকে অস্বীকার করেনি।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের রাজনৈতিক সচেতনতা যদি আজ তাঁর কাব্যকে ছাড়িয়েও গিয়ে থাকে, তবু বলবো, তাঁর জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত। নৌফেল চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে এক হীন মানসিকতার অধিকারী অন্ধ দেশপ্রেমের পূজারী, অপরিচ্ছন্ন রাজনীতির পাটোয়ারী ও মুনাফাখোর ব্যবসায়ী রাজনৈতিক কর্মীর মনোভাব।

মুসাফির হলেন সাচ্চা সচেতন নাগরিক, বৃদ্ধ সৎ নাগরিক আর মুর্শিদ প্রজ্ঞার প্রতীক। ভাঁড় চরিত্রের পরিকল্পনায় ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সচেতন ছিলেন মনে হয়। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে গুপ্তচরটির মধ্যে সমকালীনতার আভাস আছে, খাজাঞ্চিটির সাথে আমাদের অপরিচয় নেই। বরং হাতেম চরিত্র তার যথেষ্ঠ মর্যাদা পায়নি। হিংসায় উদ্বুদ্ধ নৌফেল তবু প্রাণবন্ত। হাতেম এ দেশের নিরুদ্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মীর মতো জনতার সহানুভূতির উপরে নির্ভরশীল।

আজকের মুসলিম দুনিয়াকে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ চিত্রিত করেছেন "হাতেম ও নৌফেল" কাহিনীর মাধ্যমে। কিন্তু সে চিত্রণ অস্ফুট।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিপ্রতিভা নিয়ে আলোচনার অবকাশ নেই। কেননা তিনি প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু একটি কথা বলা প্রয়োজন–নতুন রূপকল্পের সন্ধানে তিনি বোধ হয় সবচেয়ে সচেতন। "নৌফেল ও হাতেম"—এ তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের একটা নতুন ভঙ্গী প্রবর্তন করার প্রয়াস পেয়েছেন। মাইকেলী সার্থকতা ফর্‌রুখ আহ্‌মদের প্রাপ্য নয়, তবু কোথাও কোথাও তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন। ঈর্ষায় উন্মত্ত নৌফেল মুহূর্তের উত্তেজনায় যা বলেছে, মহৎ আবেগে হাতেম যা উচ্চারণ করেছে, তা প্রায় অনিবার্য ও কাব্যে উত্তীর্ণ।

পূর্বমেঘ; ১৯৬৬

www.pathagar.com

প্রথম অঙ্ক

॥ এক ॥

[নৌফেলের রাজ্য : প্রাচীন মেলা
গুপ্তচর ও কয়েকজন দর্শক]

১ম দর্শক

আরবী কবির গান এ মেলার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ;
অপূর্ব সুন্দর ছন্দ।

২য় দর্শক

সুরেলা সে মুয়াল্লাকা, তবু
ইহুদী মেয়ের নাম এ মেলার অচিন্ত্য বিস্ময়;
দেখিনি এমন আগে!

৩য় দর্শক

মনে শুধু রবে দীর্ঘকাল
নেজা ও গোর্জের খেলা দেখালো যা জঙ্গী পাহ্‌লোয়ান
জঙ্গের মহড়া দিয়ে মেলার ময়দানে।

৪র্থ দর্শক

দেখ নাই
ইরানী গালিচা? মেশ্‌ক? অথবা যা শিশিরে মিলায়
দেখোনি সে মস্‌লিন—যাদু-মন্ত্র বিদেশী তাঁতের?

৫ম দর্শক

দেখেছি অনেক কিছু এ মেলায়, কিন্তু জুয়া খেলা ....

২য় দর্শক

জাহান্নামে যাক্ জুয়া খেলা সর্বস্বান্ত গরীবেরা
মারা পড়ে প্রতিদিন আজাজিল জুয়াড়ীর চালে;
আসে তবু মৃত্যু আকর্ষণে?

গুপ্তচর

জুয়ার প্রসঙ্গ ছাড়ো,
কি লাভ নিষ্ফল তর্কে ফেত্‌না আর ফসাদ বাধিয়ে?
বাদ্‌শার অশেষ দান এ মেলায় দিয়েছে পূর্ণতা।

[বিদেশী পথিকের প্রবেশ]

www.pathagar.com

পথিক

নৌফেল শাহার রাজ্যে বন্ধুহীন এ মেলার ভীড়ে–
আমি দূর দেশান্তের মুসাফির।

১ম দর্শক

যাও চলে যাও।

পথিক

শোন ভাই!

২য় দর্শক

যাও, যাও জ্বালাতন কোরো না অহেতু।

পথিক

যাব আমি, জেনে নিতে চাই শুধু রাত্রির আশ্রয়
কোথায় সরাইখানা।

গুপ্তচর

কি পেশা তোমার?

পথিক

ভ্রাম্যমাণ
মুসাফির, কি হবে পেশার খোঁজে?

২য় দর্শক

বদ্দু ভবঘুরে
কি দেবে পেশার নাম ভিক্ষাবৃত্তি নিল যে জীবনে?

গুপ্তচর

প্রয়োজন থাকে যদি দেখা করো খাজাঞ্চীর সাথে।

২য় দর্শক

আশ্‌রফি, দিনার পাবে কোন দিন দেখোনি যা চোখে
[রাগ করে চলে যায়]

পথিক

এ দেশে মানুষ নাই? নাই কোন ইন্‌সান এখানে?
দূরান্তের মুসাফির দেখে কেউ ডাকে না; কুশল
জিজ্ঞাসা করে না কেউ ভুলে!

১ম দর্শক

কে রাখে মেলার ভীড়ে

www.pathagar.com

খোঁজ কার? কে নেয় সন্ধান? মুসাফির বিদেশীকে
দেখে এরা সতর্ক দৃষ্টিতে।

পথিক

আজব দস্তুর বটে
এ দেশের, এমন রেওয়াজ নাই আমার মুলুকে;
সকল ইন্‌সান পায় ইজ্জৎ সেখানে।

গুপ্তচর

জানি না তো
কোন্ সে জান্নাত ছেড়ে নেমেছো মটিতে!

পথিক

তায়ী–পুত্র
হাতেমের দেশ থেকে এসেছি এখানে।

৩য় দর্শক

দূর দেশী
মুসাফির! খোশ্ আমদেদ আমি জানাই তোমাকে।
একবার করে যে পুরা, সাখাওতি করে যে জাহানে,
সঠিক জবান যার, তা'য়ী–পুত্র—সে দারাজ– দিল
হাতেমের দেশ থেকে এলে যদি; দোস্তের ডেরায়
দাওয়াত কবুল করো।

অন্য একজন

যেতে হবে আমার তাঁবুতে
বিদেশী মেহ্‌মান। ভুলিনি মেহ্‌মানদারী ' য়েমেনের;
ভুলি নাই কোন দিন সর্বত্যাগী হাতেমের কথা।

আর একজন

সামান্য নিমক রুটি দিতে চাই আমার সম্বল
মেহেরবানী করো যদি, যদি নাও তশ্‌রিফ দুঃখীর
গরীব-খানায় তুমি। কি ভাবে করি সে ঋণ শোধ
পেয়েছি যা এ জীবনে জিন্দা-দিল হাতেমের কাছে!

১ম দর্শক

শুনেছি শৈশব থেকে মুক্ত মন, সে দারাজ–দিল
দূর হ'তে দূরান্তরে ঘোরে নিত্য সেবাব্রতী প্রাণ
দুর্গত অথবা দুঃস্থ মজ্‌লুমের টানে। মহাজ্ঞানী;

www.pathagar.com

জ্ঞানের সন্ধানে তবু চলে নিত্য সফরের পথে;
মখলুকের খিদমতে দেয় তার সর্বস্ব বিলিয়ে।

৩য় দর্শক

নিজে তা দেখেছি আমি। মরুপ্রান্তে তাজীতে সওয়ার
সে বিশাল শের-নর একদিন পড়েছিল চোখে
মধ্য দিনে, অতর্কিতে। কুষ্ঠ রোগী ছিল তার বুকে।

গুপ্তচর

এ দেশে আছেন বাদশা দানশীল।

১ম দর্শক

কিন্তু মানুষের
গৌরব হাতেম তা'য়ী—সর্বত্যাগী সে দারাজ-দিল।

[বিদেশী মুসাফিরকে নিয়ে সকলে চলে যায়]

॥ দুই ॥

নিভৃত কক্ষ

নৌফেল, আমীর ও খাজাঞ্চী

নৌফেল (খাজাঞ্চীর প্রতি)

লক্ষ দিরহাম তুমি দেবে লক্ষ সায়েলের হাতে
পরিচিত, অথবা অপরিচিত। দৃষ্টি রেখো, যেন
কৌশলী ভিখারী কোন এ মেলায় করে না বঞ্চনা
বারবার ভিক্ষা নিয়ে। দেবে তুমি সহস্র দিনার
দূরান্তের মুসাফির দেখে।

খাজাঞ্চী

যো হুকুম, জাঁহাপনা।

[চলে যায়]

নৌফেল

চিনেছি সঠিক পন্থা। তা'য়ী-পুত্র হাতেম যে-ভাবে,
যে রাহায় চলে আজ মশহুর জাহানে, বুঝেছি তা
দীর্ঘদিনে আমি।

আমীর

হুজুর দানেশমন্দ্।

নৌফেল

বোঝ নাই

www.pathagar.com

হাল হকিকত। দূর দূরান্তের যারা মুসাফির
হাজার আশ্‌রফি পেয়ে পরিতৃপ্ত—জানাবে সকলে
সে দান, ত্যাগের কথা। ইরান, তুরান, হিন্দুস্তান,
মাশ্‌রেক, মাগরেব দেশ জেনে যাবে অত্যন্ত সহজে
সে কাহিনী গৌরবের; পাব আমি বিপুল সম্মান
পেয়েছে হাতেম তা'য়ী এতদিনে যে কূট-কৌশলে।
দুশ্‌মনের কবজা থেকে নেব আমি ইজ্জৎ ছিনিয়ে
শাহীন শিকার তার তুলে নেয় যেমন হিকমতে।

[গুপ্তচরের প্রবেশ]

কি সংবাদ, জাছুছ তোমার।

গুপ্তচর

ঘুরেছি অনেক আমি
আলম্পনা। দেখেছি মেলার ভীড়ে, ময়দানে, সড়কে
শিশু, বৃদ্ধ, নারী, নর যেন অন্ধ, বন্দী হয়ে আছে
হাতেমের মুহব্বতে। তা'য়ী-পুত্র হাতেমের নামে
সকলেই যেন আজ উন্মত্ত, দীউয়ানা।

আমীর

যাদু জানে
তা'য়ী-পুত্র! জিন্দেগীতে শুধু তার দেখা পাব ব'লে
থাকে এরা ইন্তেজারে, রমজানের দিন গণে যেন
রোজাদার! বেঁধেছে সে এ রাজ্যের বাসিন্দাকে
অন্ধ তেলেস্‌মাতে।

নৌফেল

যাদু নয়, এ চক্রান্ত; কৌশলীর
এ-কূট-কৌশল। মহত্ত্বের কাহিনী সে ছড়িয়েছে
আরব আযমে। পেয়েছে সম্মান। দেখে যাব তবু
শক্তি তার, বুদ্ধির জটিল পথে, ত্যাগের ময়দানে।
যে অস্ত্র নেয় সে হাতে নেব আমি সেই হাতিয়ার,
পিষে যাব দুই পায়ে প্রতিদ্বন্দ্বী কৌশলী শত্রুকে।

[পর্দা]

www.pathagar.com

॥ তিন ॥

মেলা

বিদেশী মুসাফির ও অন্যান্য

মুসাফির

আশ্চর্য তামাসা! দুঃস্থ মিস্‌কিন বা প্রতিবেশী রেখে
আমাকে আশ্‌রফি দিল; —ওরা কারা?

একজন

নৌফেল বাদ্‌শার
খাজাঞ্চী এলেন নিজে, সঙ্গে এল খরিদা গোলাম
দিনার, দিরহাম নিয়ে।

মুসাফির

দেখিনি তো নৌফেল বাদ্‌শাকে।

আর একজন

তাজ্জব ব্যাপার। তুমি চাও নাকি নৌফেল বাদশাকে
তোমার হুজুরে।

মুসাফির

মেয্‌বান থাকেন দূরে সসম্ভ্রমে
ভিক্ষা দিয়ে অতিথিকে; তা'য়ী-পুত্র হাতেমের দেশে
শোনেনি এমন কেউ কোন দিন দূরান্ত 'য়েমনে।
আশ্‌রফি চাই না আমি, নই আমি ভিক্ষুক সায়েল
এসেছি মেলায় শুধু এ রাজ্যের রীতি দেখে যেতে;
দেখেছি তা। চলে যাব এই রাত্রি শেষে। নিয়ে যাও ফেরায়ে
আশ্‌রফি তুমি; দিও দর্পী নৌফেল বাদশাকে

[আশ্‌রফি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে
যায়। কোতোয়াল আসে।]

কোতোয়াল

বাদশার মোহর এই, ... কে ফেলেছে ধূলিতে এখানে?

একজন

জানি না তা।

গুপ্তচর

www.pathagar.com

জানি আমি। 'য়েমনের ধূর্ত মুসাফির
এসেছিল; বে-ইজ্জৎ করে গেছে নৌফেল বাদ্‌শাকে।

কোতোয়াল

কোথায় গেল সে ধূর্ত ইব্‌লিস—শয়তান?

গুপ্তচর

দেখো চেয়ে
সম্মুখে; দু'পাশে। হয়তো মেলার ভীড়ে রয়েছে সে,
দূরান্তে পারেনি যেতে।

কোতোয়াল

সঙ্গে এসো তোমরা সকলে।
দেশের ইজ্জৎ যাবে, যাবে সাথে দশের ইজ্জৎ
পলাতক হয় যদি শত্রু সে বিদেশে।

গুপ্তচর

চলো তবে
চার দিকে দৃষ্টি রেখে,—চলো হিংস্র ক্ষুধিত বাঘের
দৃষ্টি মেলে; দিও না পালাতে সেই শত্রুকে আড়ালে;
সকলের সে দুশ্‌মন—বে-ইজ্জৎ করেছে বাদ্‌শাকে।

[সকলে চলে যায়]

॥ চার ॥

নৌফেলের দরবার

নৌফেল (প্রসন্ন কণ্ঠে)

খাজাঞ্চীখানার দ্বার খুলে দাও। প্রার্থী আছে যত,
যত রাহী, মুসাফির, সর্বহারা অনাথ, এতিম
অথবা সায়েল যত নিয়ে যাক নিজ প্রয়োজনে।
জানুক জাহান আজ তা'য়ী-পুত্র হাতেমের চেয়ে
ক্ষুদ্র নয় নৌফেলের প্রাণ।

১ম মোসাহেব

কোন দিনই ছিল না তা।

২য় মোসাহেব

বরং এ কথা লোক বরাবর জেনেছে, এখনো

www.pathagar.com

জানে যে, নৌফেল শাহ্য উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী তার।

ভাঁড়

আজব তামাসা। ... বুদ্ধি, মগজেই থাকে। ঘিলুহীন
মুণ্ডের বিরান মাঠে সার বস্তু জন্মে না কখনো।

৩য় মোসাহেব

আশ্চার্য তুলনা বটে!—যে বাদ্‌শার ঘোড়ার সহিস
তারও দান কম নয় কোন অংশে হাতেমের চেয়ে।

ভাঁড়

সিংহের তস্‌বির দেখি অন্য কোন প্রাণীর তুলিতে
নিতান্ত সে অসহায় বিল্লীর মতন। ভাগ্যবলে
করে না সে মিয়াঁউ মিয়াঁউ।

কোতোয়াল

গোস্তাখি করুন মাফ
জাহাঁপনা! 'য়েমনের বাশিন্দা এ, বাদশাহী সওগাত
আশ্‌রফি ধূলায় ফেলে বে-ইজ্জৎ করেছে শাহাকে
মধ্য দিনে প্রকাশ্য শহরে।

নৌফেল (কঠোর কণ্ঠে)

অস্বীকার করো তুমি?

মুসাফির (স্থির দৃঢ়কণ্ঠে)

অস্বীকার করি না তা। সাচ্চা দিল হাতেমের কাছে
জেনেছি মিথ্যার ক্ষতি, তাই মিথ্যা পারি না জানাতে
ফেলেছি আশ্‌রফি আমি ধূলিতে কেননা—

নৌফেল (ক্ষিপ্ত কণ্ঠে)

খামুশ্‌।
জল্লাদ, গর্দান নাও শয়তানের। হত্যা করো ওকে
তিলে তিলে, ওজুদের চামড়া খুলে নিয়ে, ভারী বোঝা
জগদ্দল পাথর চাপিয়ে; যাও যাও নিয়ে যাও।

[জল্লাদ বিদেশীকে নিয়ে যায়, কিন্তু
নৌফেল স্থির হ'তে পারেন না]

নৌফেলের বে-ইজ্জৎ করে যেতে এসেছে এ দেশে

www.pathagar.com

আশ্চর্য ধৃষ্টতা আর কূটচক্র দেখি বিদেশীর।

[ক্রুদ্ধ নৌফেল সভা ত্যাগ করেন। ভাঁড় ও মোসাহেব ছাড়া সকলে অনুসরণ করে।]

মোসাহেব

সকলে গেলেন চলে?

ভাঁড়

যেতে দাও। আণ্ডা বাচ্চা নিয়ে
চলে যাক।

মোসাহেব

কেন যাবে? যাবে কোন খানে?

ভাঁড়

যথা ইচ্ছা;
জল্লাদের বাড়ী কেউ, কেউ গর্তে, কেউ জাহান্নামে।

[পর্দা]

॥ পাঁচ ॥

ওয়েসিস

গুপ্তচর —একাকী

কয়েকটি বাচ্চা ও কিশোর খেলতে আসে

১ম

বাঘ–বক্‌রি খেলা হবে আজ।

২য়

উজীর—বাদ্‌শার খেলা
তার চেয়ে ভালো লক্ষ গুণে।

৩য়

ঠিক্ ঠিক্... ভালো হলো।

৪র্থ

খু—ব ভালো!

১ম

তাহ'লে নৌফেল বাদ্‌শা আমি, আর তুই

[দ্বিতীয়ের প্রতি]

আমার উজীর।

www.pathagar.com

৩য়

আমি কোতোয়াল।

৪র্থ

দারোয়ান আমি।

২য়

আমি মন্ত্রী—উজীরে আজম।

১ম

বাদ্‌শা আমি এ দেশের
'য়েমনী হাতেম তা'য়ী আমার দুশ্‌মন!

২য়

মিথ্যা কথা,
হাতেম দুশ্‌মন নয়।

৪র্থ

হাতেম অ—নে—ক ভালো।

১ম

আ—রে
এ তো খেলা...মিছিমিছি!

২য়

'বাঘ-বন্দী' খেলা ঢের ভালো।

৩য়

হাতেম দুশ্‌মন নয় কিছুতেই।

২য়

নৌফেল দুশ্‌মন।

৩য়

নৌফেল বজ্জাত

২য়

পাজী।

৪র্থ

নৌফেল ভালো না।

১ম

শোন শোন ···

[গোলমাল করতে করতে তারা চলে যায়।
দু'জন মাঝ-বয়সী লোক এগিয়ে আসে।]

www.pathagar.com

১ম

নৌফেলের জারিজুরি জেনে গেছে এখন সকলে,
সে চায় দাতার নাম দিরহাম বিলিয়ে।

২য়

ধূর্ত কাক

চোখ বুঁজে প্রতারণা করে সে নিজেকে। কথঞ্চিৎ
এনেছি হাতিয়ে।

[তারা চলে যায়। তিনজন বৃদ্ধ প্রবেশ করে।]

১ম বৃদ্ধ

হায়াত দারাজ হোক হাতেমের,
দোয়া করি প্রতি রাত্রে। সবচেয়ে কঠিন সময়ে
দুর্ভিক্ষে, দুর্দিনে, দুঃখে দাঁড়ালো সে পাশে।

২য় বৃদ্ধ

প্রাণপণ
করেছে খিদমত শুধু তা'য়ী-পুত্র কাহাতের দিনে,
রওশন করেছে মুখ ইন্‌সানের।

৩য় বৃদ্ধ

হাতেম তা'য়ীর
সকল দুশ্‌মন যেন তাবা হয় আল্লার গজবে।

[তারা চলে যায়। খাজাঞ্চী প্রবেশ করে]

খাজাঞ্চী

খেজুরের মোরাকাবা করো নাকি ওস্তাদ কামেল
অথবা বিব্রত কোন ধড়িবাজ দজ্জালের ধ্যানে?

গুপ্তচর

সওয়ালের জওয়াব কঠিন।

খাজাঞ্চী

খোলাখুলি বল দেখি।

গুপ্তচর

বাদ্‌শার হুকুম মত যেতে হয় সর্বত্র, সংবাদ
নিয়মিত দিতে হয়।

খাজাঞ্চী

অর্থাৎ?

গুপ্তচর

দানের ফলাফল

www.pathagar.com

প্রত্যহ জানাতে হয় এ দেশের দূর প্রান্ত থেকে
বাদ্‌শার খিদ্‌মতে।

খাজাঞ্চী

অত্যন্ত সজাগ তিনি এ ব্যাপারে।
অদ্যকার কর্মসূচী ছিল ওয়েসিসে?

গুপ্তচর

অনুমান
সম্পূর্ণ সঠিক আর যথার্থ তোমার। কিন্তু তুমি,
তুমি কেন মরুদ্যানে? আশ্‌রফির পুরা থলি নিয়ে
এলে কোন সুফীর মতলবে?

খাজাঞ্চী

দিও না নুনের ছিটা।
কাটা ঘায়ে! হাজার আশ্‌রফি নিয়ে ঘুরি পথে পথে
প্রত্যহ, পাই না খুঁজে হাজার বিদেশী মুসাফির।
সহস্র দূরের কথা শতকের জুল্‌লফি দেখা যায়,
গর্দান বাঁচানো ভার এ দিকে তো পাহারা প্রবল।
জানি না দিনার দিয়ে ফলপ্রাপ্তি হল কতটুকু।

গুপ্তচর (তিক্ত কণ্ঠে)

বিদেশীর কথা ছাড়ো। উড়ো পাখী হারাবে হাওয়ায়।
বেমক্কা দিরহাম দিয়ে প্রতি দিন লক্ষ স্বদেশীকে
জানি না নৌফেল শাহা কতটুকু মুনাফা পাবেন;
অথবা কি পেয়েছেন। কাল সাপ এরা আস্তিনের
প্রত্যহ সুযোগ পেয়ে করে যায় তহবিল তসরূপ
জবানে দাফন করে প্রতি দিন তার। নুন খেয়ে
নৌফেলের, গুণ গায় হাতেম তা'য়ীর। তুলি নাই
সকল প্রসঙ্গ আমি এত দিন, জানানো এবার
বাদ্‌শার হুজুরে সব বে-ঈমানী ... অকৃতজ্ঞ এই
কওমের কৃতঘ্নতা।

[চলে যায়]

খাজাঞ্চী

নিমকের চাকর সঠিক।

[পর্দা]

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অঙ্ক

॥ এক ॥

নৌফেলের বালাখানা ঃ রাত্রি

নৌফেল ও উজীর

নৌফেল

অসহ্য, পৃথিবী আর অকৃতজ্ঞ মানুষ,—এখানে
রয়েছে দ্বিপদ ঢের—নাই ওফাদার। জীবনের
অজস্র সঞ্চয় আমি বিলায়েছি অকৃপণ, আর
খাজাঞ্চীখানার দ্বার প্রতি দিন খুলেছি; তবুও
হাতেম তা'য়ীর খ্যাতি শুনি পথে পথে। দূরান্তরে
যত দূরে যাই আমি শুনি তার নাম, তার যশ
হাওয়ার প্রশ্বাসে যেন ছড়ায় সহজে। দেশে দেশে
পায় যে বিপুল মান অপ্রয়াসে। প্রয়াসী আমার
মেলে না সে খ্যাতি যশ সর্বস্ব বিলিয়ে; ঘৃণা আমি
পাই প্রতিদানে। কুড়াই কুখ্যাতি শুধু। তাই আমি
এ কথা ভেবেছি শেষ,—নেব লুটে তার শহী তখ্‌ত্।
রাজ্য, রাজধানী তার লুটাবো ধুলায়, দেখে যাব
কত সে দিলীর, দাতা, কত সে উদার।

উজীর

জাহাঁপনা,
শা'জাদা হাতেম তা'য়ী তাজ তখ্‌ত্ পায়নি এখনো,
তয়-রাজ সমাসীন সিংহাসনে।

নৌফেল

জানি আমি,
জানি আরও শুধু সে-ই ওয়ারিশ বাদ্‌শার! যদিও সে
বসে নাই সিংহাসনে, যদিও সে দূরান্তে সফরে
কুড়ায় সর্বত্র খ্যাতি;—তবু সে-ই রাজ্য-অধিকারী
হবে সে সুলতান জানি 'য়েমনে একদা। তাই আমি
ভেবেছি একথা আজ — অতর্কিতে হানা দিয়ে তাকে

www.pathagar.com

বন্দী করে নেব, আর রেখে দেব জিন্দানে আমার,
শেষ করে যাব তার শেষ সম্ভাবনা।

উজীর

জাহাঁপনা!

নৌফেল

আমাকে দিও না বাধা। প্রতি রন্ধ্রে, প্রতি স্নায়ু-কোষে
জ্বলে কোন্ জাহান্নাম রাত্রিদিন, তুমি তা জানো না।

আমার অতন্দ্র রাত্রি শেষ হয় কোন্ তীব্র বিষে
জানো না উজীর তুমি; কেউ তা জানে না। তবু আমি
আপ্রাণ চেষ্টায় সেই তিক্ত বিষ সয়েছি জীবনে
দীর্ঘকাল। ভেবেছি অহেতু আমি আত্মপ্রতারিত
হাতেম তা'য়ীর যশ পাব বুঝি সর্বস্ব বিলালে।
কিন্তু আশা নিরর্থক! যাও তুমি। জঙ্গের সামান
সিপাহী লশ্‌কর যেন পাই আমি এই রাত্রিশেষে।

[কক্ষ পরিত্যাগ করেন]

উজীর

আশ্চর্য খ্যাতির তৃষ্ণা, আশ্চর্য এ যশের পিপাসা
অর্থহীন। যে জ্ঞানী, দানেশমন্দ, সেও দেখি এই
ব্যাধির শিকার;—মনের প্রশান্তি, ধৈর্য মুছে ফেলে
যে খোঁজে নামের মরীচিকা। কিন্তু মৃগতৃষ্ণিকার,
সন্ধান মেলে না কোনখানে। শুধু এগিয়ে চলে,
প্রলুব্ধ করে সে রূপে সাহারায় বাড়ায়ে পিপাসা
হারাম মৃত্যুর অন্ধকূপে। জানে না নৌফেল শাহা
অথবা জেনেও আজ একরোখা শিশুর মতন
হাতেম তা'য়ীর খ্যাতি নিতে চায় বায়ুর কু'অতে
আত্মঘাতী হতে চায় সেই মূর্খ নিজের খঞ্জরে।

[বৃদ্ধ মুর্শিদ ও সিপাহ্‌সালারের প্রবেশ]

কি সংবাদ সিপাহ্‌সালার?

www.pathagar.com

সিপাহ্‌সালার

নাই কোন দুঃসংবাদ,

সুসংবাদ নাই এ মুলুকে।

উজীর

আছে এক দুঃসংবাদ।

সিপাহ্‌সালার

দুঃসংবাদ?

উজীর

দুঃসংবাদ। যেতে হবে কাল, রাত্রিশেষে
জঙ্গের সামান নিয়ে বহু দূর 'য়েমন মুলুকে।

সিপাহ্‌সালার

হাতেম তা'য়ীর দেশে?

উজীর

তা'য়ী–পুত্র হাতেমের দেশে
রাত্রিশেষে যেতে হবে, নিতে হবে তার তখ্‌ত্‌ লুটে,
কেননা সে খ্যাতিমান; এ পৃথিবী ভালবাসে তা'কে।

সিপাহ্‌সালার

এই তার অপরাধ?

উজীর

অন্য কোন অপরাধ নাই
হাতেম তা'য়ীর।

সিপাহ্‌সালার

কিন্তু ...

উজীর

কিন্তু নাই কোনখানে এর।
যেহেতু নৌফেল শাহা খ্যাতিমান নন তার মত,
যেহেতু পাননি তিনি হাতেমের সমান সম্মান,
সেহেতু যাবেন তিনি তাজ তখ্‌ত্‌ লুটে নিতে তার,
কিন্তু নাই এর মাঝে; দ্বিধা–দ্বন্দ্ব নাই এতটুকু।

www.pathagar.com

সিপাহ্সালার

যশের কাঙাল হয়ে কে পেয়েছে যশ পৃথিবীতে?
যে ত্যাগী অথবা কর্মী খ্যাতি আসে তার পিছে পিছে
অচ্ছেদ্য ছায়ার মত সাফল্যের সাথে। কিন্তু যার
নির্লজ্জ কাঙাল–পনা খ্যাতির দুয়ারে,—দরিদ্র সে
চিরকাল মরে শুধু মিস্‌কিনের হালে।

উজীর

তবু তার
আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই; লজ্জা নাই জীবনে ; যদি সে
না পায় সম্মান শীর্ষে খুঁজে ফেলে ইব্‌লিসের রাহা।

বৃদ্ধ মুর্শিদ

কে বলে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মানুষের মাঝে; আহম্মক
কিম্বা অন্ধ অহঙ্কারী ফেরাউন, নমরুদের চর
অশান্তি যে আনে পৃথিবীতে। কে বলে নিজেকে দাতা
অংশমাত্র দিয়ে ঐশ্বর্যের? দানশীল আছে ঢের
লোক-চক্ষু অন্তরালে—দিল যারা সর্বস্ব বিলায়ে
ভালবেসে নিখিল সৃষ্টিকে। কে বলে নিজেকে জ্ঞানী
ইন্‌সানের মাঝে? সীমাবদ্ধ মানুষের এ জীবনে
জ্ঞান শুধু ততটুকু, যতটুকু সে জেনেছে তার
সংক্ষিপ্ত সময়ে। জ্ঞানের বিশাল বিশ্ব জুড়ে পড়ে আছে
আদিঅন্তহীন এক দরিয়ার মত, কূল যার
দেখে নাই কেউ চোখে; আবিষ্কৃত হয়নি পরিধি।
তবু মূর্খ অহঙ্কারী অহঙ্কার করে পৃথিবীতে
টেনে আনে অসময়ে অশান্তি বা অপমৃত্যু শুধু।

[পর্দা]

www.pathagar.com

॥ দুই ॥

ইয়েমন, রাজপ্রাসাদ

বৃদ্ধ বাদশা ও হাতেম তা'য়ী

হাতেম

আবার এসেছি ফিরে পরিচিত 'য়েমনে আমার,–
শৈশব, কৈশোর আর যৌবনের লক্ষ স্মৃতি ঘেরা
মধুময় দুনিয়ার অপূর্ব জান্নাত। যত দূরে,
যত দূরান্তরে যাই মন থাকে বাঁধা এ মাটির
দুর্নিবার আকর্ষণে। কত রাত্রি স্বপ্নঘোরে আমি
দেখেছি ওয়াতান এই মোহমুগ্ধ মনে; কতবার
উঠেছি অতৃপ্ত জেগে ক্লান্তি -কীর্ণ পেরেশান দীলে।

বাদশা

এবার তাহলে তুমি বাঁধোডেরা, সফরের শেষে।

হাতেম

ঘুরেছি অনেক আমি। মানুষের বিচিত্র মিছিল
দেখেছি দু'চোখে। শহরে, বন্দরে, মাঠে, লোকালয়ে
চিনেছি তাদের আমি, ছিল যারা অচেনা; জীবনে
সম্পূর্ণ অপরিচিত। শ্রমজীবী মেহ্‌নতি মজ্‌দুর,
মাল্লা, মাঝি, কাঠুরিয়া,—বৃদ্ধ বা তরুণ—সকলেরি
পেয়েছি প্রাণের স্পর্শ। অনুভব করেছি জীবনে
মানুষের আত্মীয়তা সুদীর্ঘ সফরে।

বাদ্‌শা

দেখনি কি
আল্লার আলম তুমি?

হাতেম

দেখেছি প্রান্তর প্রসারিত,
মরু মাঠ, বিয়াবান, জনপদ দেখেছি অনেক;
চিনেছি অচেনা রাজ্য। কখনো আরণ্য–অন্ধকারে
ডুবে গেছে এ পৃথিবী, যেন শ্রান্ত ইউনুস নবীকে
সামুদ্রিক মৎস্য গ্রাস করেছে সহজে, কখনো বা

www.pathagar.com

রাত্রির জিন্দান থেকে মুক্ত সূর্য দেখেছি ভোরের
মৃত্যু অন্ধকূপ থেকে মুক্ত নবী ইউসুফ যেমন
উজ্জ্বল, ঐশ্বর্যময়। আদিগন্ত দেখেছি দরিয়া
প্রাণোচ্ছল। দেখেছি পাহাড়–দৃঢ় মেরুদণ্ড যেন
মর্দে মুমিনের। জেনেছি, দেখেছি আমি ভাঙা-গড়া
জাতির অথবা জনতার, দেখেছি আল্লার সৃষ্টি
সুবিশাল। পেয়েছি ধ্যানীর সঙ্গ, সংসর্গ জ্ঞানীর
বহু দেশে আমি। তৃষ্ণা তবু মেটে নাই। অসম্পূর্ণ,
অপূর্ণ আমার সত্তা খুঁজে ফেরে পূর্ণতা প্রাণের
কুল মখ্‌লুকের মাঝে, বেশুমার ইন্‌সানের মাঝে।

বাদ্‌শা

বিশাল দায়িত্ব ছেড়ে কোথা যাবে? পূর্ণতা কোথায়
পাবে কোন্ দূর দেশে? দেখ চেয়ে কৃষ্ণবর্ণ কেশ
তুষার-সফেদ আজ। বৃদ্ধ আমি, দুর্বল জয়ীফ
তোমাকেই নিতে হবে গুরুভার রাজ্য চালনার।

হাতেম

সেবাব্রতী এ জীবন শাহী তখ্‌ত্ চায়নি কখনো।

[গুপ্তচরের প্রবেশ]

বাদ্‌শা

কি সংবাদ জাছুছ তোমার?

গুপ্তচর

জঙ্গের সামান, আর
বেশুমার ফৌজ নিয়ে আসে বাদ্‌শা নৌফেল এ দেশে
হাতেম তা'য়ীর খ্যাতি, যশ লুটে নিতে।

হাতেম

দেখেছো কি
নিজের দু'চোখে তুমি?

গুপ্তচর

নিজে আমি দেখেছি দু'চোখে
দরিয়ার চলমান তরঙ্গের মত শাহী ফৌজ
কাতারে কাতারে আসে, জনপদ পায়ে পিষে ফেলে
আসে নৌফেলের সেনা, দেখেছি তা দুই চোখে আমি;
জেনেছি অসূয়া তার অন্তহীন।

www.pathagar.com

হাতেম

না না অসম্ভব

রাজ্যলিপ্সা তার। জানি সে দারাজ-দিল, মুক্ত মন
সর্বস্ব বিলাতে পারে অনায়াসে।

গুপ্তচর

কিন্তু সে দাতার

পায়নি সম্মান আজও—যে ইজ্জৎ হাতেম তা'য়ীর
দরজায় পড়ে আছে পোষমানা প্রাণীর মতন।

হাতেম

দাতার সুখ্যাতি? নাম? অর্থহীন। সেবাব্রতী প্রাণ
আল্লার বান্দাকে চায় ভালবেসে মিটাতে পিপাসা।
আমার সর্বস্ব যদি চায় আজ নৌফেল তা'হলে
সব কিছু ছেড়ে দিয়ে যাব আমি দূর দেশান্তরে।

বাদ্‌শা

ভীরু, কাপুরুষ।

হাতেম

খ্যাতির সংঘর্ষে আমি দেখি নাই

মর্দমী কখনো : স্বার্থান্বেষী যে-হৃদয় কলুষিত
সে-ই শুধু খ্যাতি চায় দুনিয়া জাহানে, রিয়াকার
প্রতিটি কর্মের মূলে আছে যার নামের বাসনা।
আল্লার বান্দাকে আমি ভালবাসি রেজামন্দি চেয়ে
এলাহির। চাইনি কখনো আমি খ্যাতি বা সম্মান;
চাই না সংঘর্ষ তাই যশের পূজায়।

বাদ্‌শা

ভেবে দেখো

এখনো হাতেম।

হাতেম

ভেবেছি এ কথা আমি বহু পূর্বে

প্রথম যৌবনে। আমার স্বার্থে বা লোভে যদি যায়
ইন্‌সানের তাজা খুন অকারণে, কি দেব জবাব
আমি, বিবেকের কাছে? হাশরে আল্লার আদালতে

www.pathagar.com

দাঁড়াবো কি-ভাবে আমি,—অভিযুক্ত খোদপরস্তীর
অপরাধে? নৌফেল চায় না রাজ্য, লোভ নাই তার
সিংহাসনে। যশঃপ্রার্থী প্রাণ তার খ্যাতি চায় শুধু।
আমাকে না পায় যদি ফিরে যাবে, খুন খারাবীর
বীভৎস অশান্তি থেকে মুক্তি পাবে তামাম দুনিয়া।

[সকলের প্রস্থান]

॥ তিন ॥

ইয়েমন ঃ বিধ্বস্ত পল্লী প্রান্তর
আধ-পোড়া ঝোপের আড়াল থেকে
কয়েকজন মহিলা বেরিয়ে আসেন।

১ম

হায় হায় সর্বনাশ করেছে দুশ্‌মন।

২য়

কিছু নাই,
কিছু নাই বাকী।

৩য়

গন্দমের পোড়া ক্ষেত, ফসলের
চিহ্ন নাই কিছু।

১ম

আগুন জ্বালালো ওরা ঘরে ঘরে
আগুন জ্বালালো সব প্রাণে।

৩য়

নৌফেল নিপাত যাক,
ধ্বংস হোক মরদুদ শয়তান।

২য় (হাত উঠিয়ে)

পরওয়ারদিগার রব্!
করো তুমি ইন্‌সাফ এবার। আমরা সর্বস্বহারা,
গৃহ-হারা যার অত্যাচারে, ধ্বংস হোক সে জালিম,
শত্রু সে নিপাত যাক; বারি-তা'লা তোমার বিচারে।

[তারা চলে যায়। কয়েকজন প্রৌঢ়
ও বৃদ্ধ এগিয়ে আসে]

www.pathagar.com

১ম

শত্রুর চক্রান্তে ফের জেগে ওঠে পোড়া মাটি নীতি,
সাজানো বাগান হ'ল বিয়াবান চোখের পলকে।

২য়

নৌফেলের সৈন্য এল খোঁজ নিতে হাতেম তা'য়ীর
ঘরে ঘরে চালাল তল্লাশী; বেইজ্জত করে গেল
হাতেমের না পেয়ে সন্ধান।

৩য়

জানি না তো কি কারণে
বস্তিতে আগুন দিল মজ্‌লুমের হতাশা বাড়িয়ে।

বৃদ্ধ

হিংসায় হারায়ে জ্ঞান অন্ধ হয় মানুষ যখন
তখনি সে আত্মঘাতী মেনে নেয় ধ্বংসের ইশারা;
খোঁজে অশান্তির পথ। তা'য়ী-পুত্র কোথায় হাতেম,
কোথায় নৌফেল শাহা, তবু দ্বন্দ্ব দেখি এ হিংসার,
খ্যাতির সংঘর্ষে আনে অকারণে নৌফেল দুর্গতি।

প্রৌঢ়

কিন্তু সে পাবে না তাকে, ব্যর্থ হবে নৌফেল বাদ্‌শার
বলদর্পী অভিযান।

বৃদ্ধ

তাই যেন হয়, দাম্ভিকের
উঁচু নাক যেন মেশে সকলের সম্মুখে মাটিতে;
শা'জাদা হাতেম তা'য়ী থাকে যেন সহি-সালামতে।

[সকলে চলে যায়]

॥ চার ॥

[নৌফেলের দরবার]

নৌফেল

পলাতক। সেই ক্লীব, বুজ-দীল্‌, 'য়েমনী হাতেম
পলাতক আজ প্রাণভয়ে? [ক্রূর হাসি]

www.pathagar.com

বে-ঈমান, মুনাফেক

প্রকাশিত হ'ল আজ আপন স্বরূপে। বীরত্বের,
ত্যাগের কাহিনী যত করেছে সে প্রচার, ভুলিয়ে
বুদ্ধিহীন জনতাকে মিথ্যার মুখোশে, —এতদিনে
সে মুখোশ গেল খুলে; পলাতক ভণ্ডের স্বরূপ
মুক্ত হল আরব আযমে।

ভাঁড়

অনেক পুত্রের পিতা,
অথবা পিতার পুত্র কিম্বা কন্যা লুকান আড়ালে
সহজে গা ঢাকা দিয়ে; ধুলো দিয়ে মূর্খের দু'চোখে
'বিশিষ্ট' কারণে, তখন দাড়ি বা চুল ভাগ্যক্রমে পড়ে না নজরে।

নৌফেল

জানি না দুরভিসন্ধি আছে কিনা
হাতেমের মনে।

১ম মোসাহেব

হয়তো রয়েছে কিছু, কিম্বা নেই;
বাদ্‌শার খেয়াল যেটা হয়তো সে বোঝেনি আদতে
নির্বোধ উটের মত

২য় মোসাহেব

কে বলে সে বুদ্ধিহীন উট?
সুযোগ-সন্ধানী প্রাণ সুযোগের প্রতীক্ষায় আছে,
গূঢ় মতলবের পথে চুপিসারে ঘোরে সে এখন
কৌশলী চিতার মত।

৩য় মোসাহেব

অতিশয় ধূর্ত সেই লোক,
নিতান্ত ফেরেব-বাজ। ধোঁকা দিয়ে দৃষ্টিতে সবার
সুযোগ সন্ধানে আজ ওৎ পেতে আছে সে তেমন ...

(তোতলায়)

www.pathagar.com

ভাঁড়

যেমন সুযোগ-প্রার্থী ছোট মিঞা থাকেন তাকিয়ে
দাওয়াতের ইন্তেজারে, যদি পান দাওয়াত তা'হলে
মুহূর্তে রওয়ানা হন দ্বিরুক্তি না করে।

৩য় মোসাহেব (চাপা স্বরে)

খবর্দার

বেতমিজ, বেতমিজি কোরো না মজলিসে।

ভাঁড়

দেখা যাবে

মওকা পেলে নিষ্ক্রিয় কে।

[গুপ্তচর প্রবেশ করে]

নৌফেল

কি সংবাদ?

গুপ্তচর

বাদ্‌শা নামদার

জেনেছি, দেখেছি আমি, পলাতক হাতেম তা'য়ীর
নাম শুনে কাঁদে আজও ঘরে ঘরে, শহরে-প্রান্তরে
সংখ্যাহীন নারী–নর। শিশু-বৃদ্ধ কিম্বা নৌ–জোয়ান
দোয়া করে : তা'য়ী–পুত্র থাকে যেন সহি–সালামতে।
আল্লার দরগাহে কেউ ফরিয়াদ করে ক্ষুব্ধ প্রাণে।

১ম মোসাহেব

অসহ্য ধৃষ্টতা!

২য় মোসাহেব

বে–আদবি!

৩য় মোসাহেব!

নির্লজ্জ এ বে–তমিজি।

ভাঁড়

অসংখ্য চিড়িয়া জানি নাজেহাল হ'য়েছে,—বিপথে
চালাতে অন্যকে শুধু পৌছে গেছে ফাঁদের দুয়ারে।

www.pathagar.com

আমীর

বাদ্‌শার দুশ্‌মন সেই হাতেমের করে যে সম্মান,
বেঅকুফ জানে না তো পরিণামে তিক্ততা কেমন।

ভাঁড়

হরফ সংযোগে শুধু উল্টে যায় ইজ্জতের মানে,
অহেতু সম্মানী দিয়ে মিঞা ভাই সম্মান খোঁজেন,
পিরহানের জেব তাই ...... [অঙ্গভঙ্গী]

নৌফেল

থামো মূর্খ, থামাও তোমার
বাচালতা। সংকট মুহূর্তে তিক্ত নির্লজ্জ ভাঁড়ামি।
জাছুছ্‌! এবার বলো এ দেশের শেষ পরিস্থিতি।

গুপ্তচর

স্তব্ধ হয়ে আছে দেশ, পাই তবু ক্ষোভের নিশানা
জনপদে; জানি না কখন হবে বিস্ফোরণ তার।

উজীর

হাতেমের শোকে যদি ক্ষিপ্ত হয় বাশিন্দা বস্তীর,
হয়তো বিদ্রোহী হবে ছিল যারা সহজ, সরল,
শান্তিপ্রিয় এত কাল।

নাজিম

বেদুইন, মরুচারী যা'রা
লুটে নেবে সে সুযোগে ফল, শস্য অথবা কাফেলা।

সিপাহ্‌সালার

সাইমুমের আগেগ যাবে বিদ্রোহের সে কথা ছড়িয়ে।

আমীর

কোথায় শায়ের, শিল্পী, সুরকার? কাসীদা নূতন
গেয়ে যাক জনপদে, ওয়েসিস, প্রান্তরে, শহরে
নৌফেল শাহার নামে,—সহজেই দেবে যে নিভিয়ে
সকল বিদ্রোহ জ্বালা ছন্দে, গানে, সুরের শারাবে;
এ রাজ্যে সকলে যাতে থাকে শান্ত নিশ্চিত আরামে।

নৌফেল

কি হবে এ রাজ্য দিয়ে? চাইনি তো হাতেমের তখ্‌ত্‌

www.pathagar.com

হাতেমের যশ আমি চেয়েছি জীবনে। পাই নাই
দৌলৎ বিলায়ে ঢের। তাই আমি নিয়েছি ভূমিকা
পৈশাচিক, নেমে যাব আরও নীচে প্রয়োজনে ; আর
বাহুর কুঅতে আমি মুছে দেব নাম দুশ্‌মনের।
বলো সে কোথায় আছে, কোন্ দেশে কিম্বা কত দূরে?

উজীর

কোথায় হাতেম তা'য়ী? কেউ তার জানে না সন্ধান।
শুনি লোকমুখে শুধু তা'য়ী পুত্র হল পলাতক
দীর্ঘদিন।

নৌফেল

তবু চাই পলাতক শত্রুর ঠিকানা,
হিংস্র আজদাহার মত এই প্রাণ তার খোঁজ চায়
যে নিল সকল শান্তি, আনন্দ, আরাম। রাত্রি দিন
জ্বলি আমি যে আগুনে শেষহীন ব্যর্থতার বিষে।

উজীর

অসম্ভব এ সন্ধানে। বন্দী থাকে যাদুতে যেমন
আচ্ছন্ন, বিমুগ্ধ প্রাণ; বন্দী আছে তার মুহব্বতে
শহরের অধিবাসী অথবা যে বাসিন্দা ডেরার
ভ্রাম্যমাণ মরুপথে। যদি কেউ জানে সে সন্ধান
জানাবে না সে কখনো। জানি না কোথায় কত দূরে
পাব সেই পলাতক শত্রুর ঠিকানা।

নৌফেল

মূর্খ তুমি

অকর্মণ্য। মরক্কো, মেসের, শাম, সরন্দিপ, চীন
যত দূর-দেশে যাক চাই সে সন্ধান; থাকুক সে
যত দূরে চাই সে ঠিকানা। দুনিয়ার কোনখানে
কোন প্রান্তে যেন শত্রু না পায় আশ্রয়। নকীবের
মুখে তুমি এ ঘোষণা দেশে দেশে পাঠাও উজীর
হাতেম তা'য়ীর শির চাই বিশ সহস্র দিনারে।

[পর্দা]

www.pathagar.com

তৃতীয় অঙ্ক

॥ এক ॥

প্রাচীন শহর ঃ রাজপথ

একজন রইস ও রুগ্ন মুটিয়া

রইস

কমজাত! হাইওয়ান! বোঝ না জরুরী প্রয়োজন;
এখনো পথের ধারে ব'সে আছে এই মোট নিয়ে?

মুটিয়া

হুজুর! বেতাব আমি বিমারির হালে, ভারী বোঝা
পরিনি ওঠাতে।

রইস

মানি না ওজর আমি কোন দিন।

মুটিয়া

হুজুর মা বাপ।

রইস

পাবে না মজুরি যদি গাফিলতি
করো ফের কাজে।

মুটিয়া

হুজুর মেহেরবান। বোঝাটাকে
দয়া করে দেন যদি মাথায় উঠিয়ে।

রইস

বেহায়া, বেল্লিক তুমি শরাফতি বোঝ না লোকের?
আদব শেখাতে হবে লাথিতে? চাবুকে?

[চলে যায়। ছদ্মবেশী
হাতেম প্রবেশ করেন।]

মুটিয়া (অত্যন্ত কুণ্ঠিত স্বরে)

মেহেরবান!

হাতেম

কে তুমি? কি চাও দোস্ত্?

মুটিয়া (ইতস্তত করে)

দয়া করে বোঝাটাকে যদি ...

www.pathagar.com

হাতেম

তুলে দেব? নিশ্চয়, নিশ্চয়।

(হাতেম এগিয়ে আসেন)

এত ভারী বোঝা নিয়ে

যাবে তুমি কি ভাবে? কোথায়?

মুটিয়া

যেতে হবে কিছু দূরে

জুবেদা-মহলে।

হাতেম

চিনি সে মহল আমি, দূর প্রান্তে

এ বিস্তীর্ণ শহরের। কি ভাবে যাবে সে দীর্ঘ পথ

এই ভারী বোঝা নিয়ে রোগ-জীর্ণ দেহে?

মুটিয়া (বিচলিত কণ্ঠে)

জানি না তা;

জানি না কি ভাবে যাব। কমজাত হাইওয়ান শুধু

মুটিয়া মজদুর আমি ভারবাহী প্রাণীর সমান;

ঘৃণ্য সব রইসের চোখে। জানি না কি ভাবে যাব,

জানি শুধু এইটুকু—দেরী হলে পাব না মজুরি।

হাতেম

যে বলেছে কমজাত সে মিথ্যুক, মিথ্যাবাদী সেই

মানুষের অপমান ক'রে নিজে হারালো সম্মান।

তোমার এ বোঝা নিয়ে যাব আমি জুবেদা-মহলে;

ভেবো না দুঃখের কথা; অনায়াসে পাবে সে মজুরি

প্রাপ্য যা তোমার।

মুটিয়া (ব্যাকুল কণ্ঠে)

কে তুমি? কে তুমি দোস্ত্ ইন্‌সানের?

তুমি কি হাতেম তা'য়ী? 'য়েমনের শা'জাদা হাতেম?

www.pathagar.com

হাতেম

সামান্য খাদিম আমি।

মুটিয়া

তা'য়ী পুত্র তুমি সে হাতেম,
চিনেছি তোমাকে আমি স্বভাবে তোমার। শুনেছি যা
এতদিন, ভাগ্যগুণে এল সেই কামিল ইন্সান
মজুরের পোড়া জিন্দেগীতে! গরীবের বন্ধু! দোস্ত!
দুঃখীর কুটিরে চলো একবার

(চিন্তা করে শঙ্কিত কণ্ঠে)

না না চলে যাও,
এ শহর ছেড়ে আজ চলে যাও শা'জাদা হাতেম,
কোরো না মুহূর্ত দেরী কোন পথে; কোন খানে তুমি।

হাতেম

চিন্তার কারণ বলো, অকারণে হেয়ো না শঙ্কিত।

মুটিয়া

হাজার আশ্রফি দাম যে মাথার, সে মাথার খোঁজে
বহু শকুনির দৃষ্টি জেগে আছে অলিতে গলিতে।

হাতেম (মৃদু হেসে)

জানি আমি; যেতে হবে তবু আগে জুবেদা-মহলে
হাজার আশ্রফি পেয়ে নেয় না যে তার বোঝা বয়ে।

[বিপুল বোঝা তুলে নিয়ে হাতেম রওয়ানা হন।
রুগ্ন মুটিয়া তাঁকে অনুসরণ করে।]

॥ দুই ॥

সরাই

সরাইয়ের মালিক ও কয়েকজন খিদমতগার

১ম খাদিম

জালিম নৌফেল শা'র রাজ্যে নাই শান্তি কোনখানে।

সরাই-মালিক

কি হবে এ রাজ্যে থেকে? ইচ্ছা হয় চলে যাই দূরে
অন্য কোন দূর দেশে।

www.pathagar.com

২য় খাদিম

তাই চলো সর্দার এবার,
এ রাজ্যের ডেরা তুলে চলো যাই অন্য কোন দিকে
আছে শান্তি; ইন্‌সাফ যেখানে।

১ম খাদিম

অত্যাচারী নৌফেলের
এলাকা যেখানে শেষ,—সে আজাদ মুলুকে; অথবা
অন্য কোন মরুদ্যানে।

৩য় খাদিম

কিম্বা ফের হ'ও ভ্রাম্যমাণ
ভবঘুরে বেদুইন, লুটে নাও নৌফেল বাদ্‌শার
কাফেলা অথবা ফৌজ পাও যদি সফরের পথে।

[দরজার শব্দ। ইরানী-সওদাগরের ছদ্মবেশে
গুপ্তচরের প্রবেশ]

সরাই–মালিক

কি চাও বিদেশী তুমি?

গুপ্তচর

এসেছি এ সরাই–খানায়
দূর দেশী সওদাগর্‌—ক্লান্ত পেরেশান।

২য় খাদিম

এসো তবে,
নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করো। শুকনো রুটি আর পানি পাবে
ইফ্‌তার সময়ে।

গুপ্তচর

ফালুদা, শরবত, খোর্মা কিছু নাই,
কোফ্‌তা কিম্বা বিরিয়ানি?

১ম খাদিম

কিছু নাই শুক্‌নো রুটি ছাড়া।

২য় খাদিম

পাবে না বিলাস–দ্রব্য।

www.pathagar.com

৩য় খাদিম

তুমি একা? সঙ্গীরা কোথায়?

গুপ্তচর

চলে গেছে তারা আগে সফরের পথে। কিন্তু
সওয়াল আমার মনে।

সরাই-মালিক

কি সওয়াল বল তা সহজে।

গুপ্তচর

অচেনা এ জনপদে কেন দেখি মাতমের ছায়া
প্রতি গৃহে? মনে হয় নিরানন্দ এ দেশে কখনো
ছিল না আনন্দ, হাসি। প্রতি গৃহে শুনি আহাজারি,
প্রতিটি ডেরায় দেখি ক্লান্তি হতাশার। জানি না তো
কি কারণে স্তব্ধ হয়ে আছে দেশ; বৃদ্ধ, নৌ-জোয়ান
নতমুখ;—শিশুরা খেলে না। নিস্তব্ধ সরাইখানা
প্রাণহীন। সাকী নাই, সুর নাই; আনন্দ-উল্লাস
নাই কোনখানে। কেন এ নৈরাশ্য, ব্যথা? দেশব্যাপী
কেন এ বেদনা তীব্র?

সরাই-মালিক

তা'য়ী-পুত্র হাতেমের সাথে
সকল আনন্দ-হাসি চলে গেছে এ জমিন থেকে,
প্রশান্তির ক্ষীণ রেখা মুসাফির পাবে না এখানে।
ঈদের আনন্দ ছিল প্রতি দিন এ দেশে; এখন
প্রতি গৃহে জাগে শুধু ক্লান্ত আহাজারি।

গুপ্তচর

তা'য়ী -পুত্র?
শুনিনি তো সে নাম কখনো।

৩য় খাদিম

হতেম তা'য়ীর নাম
শোনেনি, এমন মূর্খ কে রয়েছে আরব আজমে?

[বাইরে নকীবের ঘোষণা ঃ হুঁশিয়ার হো
হুঁশিয়ার ... হাতেম তা'য়ীর শির
চাই বিশ সহস্র দিনারে]

www.pathagar.com

সরাই–মালিক

দূর দেশী মুসাফির ক্ষমা করো। শুনেছ কি তুমি
নকীবের এ ঘোষণা?

গুপ্তচর

বুঝেছি, ফেরারী পলাতক
শত্রুর উপরে আছে শাহী পরোয়ানা।

সরাই–মালিক

শত্রু নয়
শ্রেষ্ঠ বন্ধু, ইন্‌সানের শ্রেষ্ঠ খাদেম। সর্বত্যাগী
সে দিলীর।

গুপ্তচর

হতে পারে নির্বিরোধ। বীরত্ব কোথায়
পলাতক ফেরারী জীবনে?

খাদিম

ভুলো না লেহাজ তুমি
সওদাগর

১ম খাদিম

নির্লজ্জ প্রশ্নের ছলে ছেড়ো না সীমানা
আদবের।

সরাই–মালিক

স্বার্থের সংগ্রামে তা'কে পাবে না কখনো
মৃত্যু–মাঠে,—জঙ্গের ময়দানে। কিন্তু অন্যায়ের মুখে
আল্‌বোরজের মত শিলাদৃঢ় তার প্রতিরোধ।
তূর পাহাড়ের মত দগ্ধ সে আল্লার মুহব্বতে
ভালবাসে স্রষ্টার সৃষ্টিকে। চায় না সে খ্যাতি, মান
কোন দিন মানুষের কাছে। দিলে সে দক্ষিণ হাতে
বাম হস্ত জানে না কখনো; দরিয়া–দারাজ–দিল্‌
তবু তার; জানে যা সকলে।

www.pathagar.com

১ম খাদিম

খ্যাতির সংঘর্ষ দেখে
গেছে সেই তা'য়ী-পুত্র রক্তপাত, অশান্তি এড়াতে
অজানা এ পৃথিবীর পথে; প্রবৃত্তির তাবেদার
হয়নি সে স্বার্থের সড়কে।

৩য় খাদিম (উত্তেজিতভাবে)

সংখ্যাহীন নৌ-জোয়ান
তার ইশারায় যারা প্রাণ দেবে, স্তব্ধ হয়ে আছে,
তা'রা আজ থেমে আছে হাতেমের কঠিন ইঙ্গিতে
পাথরের মূর্তি যেন। প্রতীক্ষায় আছে তবু তারা।
যেদিন ইশারা পাবে মুক্ত প্রাণ হাতেম তা'য়ীর
সে দিন নামাবে টেনে অত্যাচারী নৌফেল বাদ্‌শাকে
ধূলিতে বা জাহান্নামে, রক্ত নিয়ে কিম্বা রক্ত দিয়ে
সংগ্রামী সে হিংসুকের আশা; মুহূর্তে দাঁড়াবে যত
সংগ্রামী স্বাধীন-চেতা, নিঃশঙ্ক তরুণ; সাহারার
মৃত্যু- হিংস্র বেদুইন।

সরাই-মালিক

আল্লা তার হোন নেগাহ্‌বান
যে চলে সত্যের পথে; শান্তির মঞ্জিলে।
[দূর থেকে নকীবের ঘোষণা ভেসে আসে]

গুপ্তচর

ভয় পাই
আশ্‌রফির প্রলোভনে স্বর্ণলোভী যদি কেউ তাকে
বন্দী করে নিয়ে যায় বাদ্‌শার দরবারে।

সরাই-মালিক

ভিত্তিহীন
এই ভয়। নিজে সে না দিলে ধরা সাধ্য নাই কারো
বন্দী করে তাকে। কিন্তু ভয় পাই ভেবে, মজলুমের
অশ্রু দেখে যদি বীর ধরা দেয় নিজে সে সহজে।
দো'য়া কোরো তা'য়ী-পুত্র যেন থাকে সহি-সালামতে।

[সকলে চলে যায়]

www.pathagar.com

॥ তিন ॥

নৌফেলের শয়নাগার: গভীর রাত্রি

নৌফেল শাহা ও বেগম

নৌফেল

সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ। অন্ধকার রাত্রির মতই
নেমে আসে নৈরাশ্য অশেষ।

বেগম

কেন এ নৈরাশ্য, বলো
কি কারণে? মনে হয় চিন্তা-ক্লিষ্ট, বিব্রত এখন
অথবা অসুস্থ তুমি প্রপীড়িত স্নায়ুর উত্তাপে
অসহায়।

নৌফেল

'য়েমনী হাতেম তা'য়ী পলাতক আজ
জনারণ্যে। আশ্চর্য ধৃষ্টতা তবু দেখি মানুষের
কি ভাবে সহজে তারা ভুলে যায় বাদ্‌শার ফরমান,
কি ভাবে নিঃশঙ্ক তারা ঠাঁই দেয় হাতেম তা'য়ীকে
অথবা লুকায়ে রাখে শঙ্কাহীন বাঘের শিকার।
তুচ্ছ করে প্রাণভয়, প্রলোভন; —আত্মতৃপ্ত তারা।
হাজার আশরফি আর বিচলিত করে না এখন
দুঃস্থ জনতাকে। পথের ফকীর সেও সমব্যথী,
শুভাকাঙ্ক্ষী হাতেমের।

বেগম

বিস্ময়ের অবকাশ নাই
এখানে শাহানশাহ্।

নৌফেল

তুমিও কি, সুলতানা, তুমিও
হাতেমের শুভাধ্যায়ী?

বেগম

যে মানুষ বনি আদমের
শুভাকাঙ্ক্ষী, কুশল কামনা করে সকলেই তার

www.pathagar.com

দুনিয়া জাহানে। কদর্থ কোরো না তুমি। ভুলে যাও
ভুলে যাও আজ;—খ্যাতির সংঘর্ষ আর অন্তর্জ্বালা
শান্তিহারা জীবনের তীরে। কি হবে সে যশ দিয়ে
আত্মার প্রশান্তি নাই যাতে? কি হবে সে খ্যাতি দিয়ে
কৌশলীর চক্রে শুধু সে আসে স্বর্ণের বিনিময়ে
জীবনের শান্তি, সুখ হাভিয়ার আগুনে জ্বালিয়ে?

নৌফেল

আমাকে দিও না বাধা। সাফল্যের দুর্গম সড়কে
যাত্রী যারা—শান্তি, সুখ চিরদিন হারাম তাদের।

বেগম

সফলতা কোন্‌খানে এ পথে জানি না তা। জানি
জ্বালায়ে প্রশান্তি, স্বপ্ন অর্থহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতায়
অপমৃত্যু দেখে শুধু আত্মপূজামগ্ন ব্যর্থ প্রাণ।
খোদপরস্তীর পঙ্কে সমাচ্ছন্ন যে হয়েছে, তার
কখনো নিষ্কৃতি নাই, দেয় তাকে মন্ত্রণা খান্নাস,
চালায় ধ্বংসের পথে মরদুদ শয়তান; যতদিন
না করে সে খোদকুশী নিজের খঞ্জরে। জিন্দেগীর
বিষ—তিক্ত অভিজ্ঞতা দেখ চেয়ে জঙ্গের ময়দানে
খাকে—খুনে একাকার যেখানে লোহুর দরিয়ায়
খোদপরস্তীর খেলা খেলে খুনী স্বার্থের সংগ্রামে
নিজের কলিজা ছিড়ে, পায়ে পিষে বনি আদমের
ছিন্ন শির। কিম্বা তারও চেয়ে ঘৃণ্য সংগ্রামে খ্যাতির
ঈর্ষাতুর প্রাণ শুধু প্রতিদিন মরে তিলে তিলে।
আমার মিনতি শোন, ফিরে এস, ফিরে এস তুমি
প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঠ,—এ ভুলের বিয়াবান থেকে।

নৌফেল

আমাকে দিও না বাধা প্রতি পায়ে। ক্লান্ত আমি আজ
সংশয়িত। যাও তুমি; আজ রাত্রে আমি রব একা।

[বেগমের প্রস্থান]

[নৌফেল—একাকী—বিমর্ষ]

www.pathagar.com

সংশয় সন্দেহ মনে দোলা দেয় জুলমাতের তীরে
অনিশ্চিত। অনিশ্চিত অন্ধকারে কাফেলা যেমন
মঞ্জিলের রাহা ভুলে দীর্ণ হয় তীব্র বচসায়
বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন পথে; তিক্ত চিন্তা তেমনি প্রাণের
নিয়েছে প্রশান্তি কেড়ে সংশয়-বিদীর্ণ এ জীবনে।
শান্তি নাই, স্বস্তি নাই সুপ্তিহীন রাত্রির প্রহরে।

[অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন]

কেটেছে অনেক রাত তন্দ্রাহীন, এ রাত্রিও যাবে
নির্ঘুম, পাব না আমি এ রাত্রেও সান্ত্বনা ঘুমের
—স্বপ্নময়। ঘুমাবে পৃথিবী, পাখী; সুপ্তির অতলে
ডুবে যাবে সব প্রাণী; শিশু কিম্বা দুর্বল জয়ীফ,
মজদুর বা সওদাগর; ধনী কিম্বা দরিদ্র মিস্‌কীন
ঘুমাবে শান্তির কোলে;—ঘুমাবে রোগীও। জেগে রবে
ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষায় শুধু স্বস্তিহীন মস্তিষ্ক আমার।
অন্ধের উচ্চাশা তবু নামাবে না মুশতারী তারাকে
ধরার ধূলিতে। রয়ে যাবে যে দূরত্ব ব্যবধান
যেমন র'য়েছে আজও এ প্রাণের সাথে, শুধু তার
ব্যর্থতার দাহ নিয়ে জেগে রবে বিক্ষত হৃদয়
বিষাক্ত মৃত্যুর তীরে। অন্ধকার তাজীতে সওয়ার
নির্জন রাত্রির চাঁদ দেখা দেবে-স্বপ্নের শা'জাদী
প্রশান্তি-সুষমা-ঘেরা; শান্তি তবু পাবে না এ মন
স্বস্তিহীন। রাত্রি তার শেষ হবে বুকে নিয়ে ব্যাধি
দুরারোগ্য।

[চিন্তা করেন]

হিংসুকের প্রাণ জাহান্নাম। দিন তার
শান্তিহারা, সুপ্তিহারা, সুপ্তিহারা রাত্রি তিক্ততম, জ্ব'লে মরে
ঈর্ষার দহনে। যেখানে যায় সে দোজখের
অশান্তি—আগুন শুধু নিয়ে চলে সাথে,—হিংস্র-বিষ—
বাষ্পে ভরা, যায় সে ছড়িয়ে তিক্ত জহরের জ্বালা

www.pathagar.com

মৃত্যুপারে। শুনেছি এ কথা জ্ঞানী মুর্শীদের কাছে।
জ্ঞান-পাপী তবু আমি ইচ্ছা-অন্ধ। পড়ে না নজরে
ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পাপ, দোষ-ত্রুটি। দেখেও দেখি না
চোখে। মানি না নিশ্চিত ক্ষয় ক্ষতি।

[আবার চিন্তিত হয়ে পড়ে]

কি দোষে হাতেম
অপরাধী? কোন দোষ নাই তার; করেনি শত্রুতা
কোনদিন। ... করেছি শত্রুতা আমি, আমি নিজে; তার
ইজ্জৎ, সম্মান কেড়ে চেয়েছি সম্ভ্রম; স্বর্ণ-মূল্যে
তার শির চেয়েছি সহজে। যশের কাঙাল, তবু
পাইনি যা ছিল প্রত্যাশায়। 'য়েমনী হাতেম তা'য়ী
পেয়েছে সাফল্য যেন অকল্পিত—গায়েবী মদ্‌দে।
চায়নি সে খ্যাতি, মান মানুষের কাছে প্রতিদানে
তবু সে পেয়েছে যশ; সেবাব্রতী! দরিয়ার চেয়ে
পেয়েছে দারাজ খ্যাতি এ জাহানে! রয়েছে সংযত
ক্ষুব্ধ বেদুইন আজও তারি ইশারাতে;—জেনেছি যা
ওফাদার জাছুছের মুখে।

[পায়চারি করেন। ক্রমে
অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন।]

না না অসম্ভব!
দুশ্চিন্তায় যেন প্রাণে না জাগে সংঘাত, অকারণ
দ্বিধার শিকার যেন না হারায় অলক্ষ্য সুদূরে।
নৌফেল চায় না কারো মেহেরবানী। জানে সে কি ভাবে
কি অস্ত্রে দমাতে হয় বিক্ষোভ,—বিদ্রোহী রায়তের
কব্জিতে কুঅত কত আছে তার জানা। তা'য়ী-পুত্র
হাতেমের, নতুন কৌশল এই খ্যাতি অভিযানে
করে সে সুগম পন্থা মহত্ত্বের এই অভিনয়ে
নির্বিকার; সৃষ্টি করে জনমত তার অনুকূলে

[অস্থিরভাবে পদচারণ করেন]

www.pathagar.com

যতদিন সে রয়েছে শান্তি আমি পাব না জীবনে
ততদিন। তার সাফল্যের কাছে ব্যর্থতা আমার
উজ্জ্বল রওশন দিনে জোনাকির মত লজ্জা-ম্লান
পারে না দেখাতে মুখ। ছায়াচ্ছন্ন এ শান-শওকত
তার মহত্ত্বের কাছে, বিবর্ণ আমার খ্যাতি মান
পায় না ইজ্জৎ কোনখানে;—ধূবীর কুকুর যেন
স্থান নাই ঘরে বা বাজারে। রাজ্যহারা রাজা, তবু
সে র'য়েছে বহু উর্ধ্বে—কামিয়াব খ্যাতির শিখরে
দীপ্যমান মানুষের মনে। কিন্তু কেন? কেন এই
কামিয়াবি দুশ্‌মনের,... অন্তহীন ব্যর্থতা আমার?
কেন আমি সয়ে যাব সাফল্যের সম্মুখে নিষ্ফল
প্রাত্যহিক ব্যর্থতা জীবনে; শেষ হবে জিন্দেগানি
কেন এ ক্ষুদ্রতা, জ্বালা, এ তিক্ততা নিয়ে? পুরুষের
হিম্মত নাই কি প্রাণে, শক্তি নাই বাযুতে আমার
মুছে দিতে ব্যর্থতা নিষ্ফল?

[আবার চিন্তিত হয়ে পড়েন]

কিন্তু যদি সারা দেশ
ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, আর বিদ্ধ হয় আমার খঞ্জর
আমারি পাঁজরে, তবে-পাব আমি কি ফল, প্রত্যহ
নকীবের মুখে ব্যর্থ ঘোষণা জানিয়ে; অকারণে
এ দিনার-দিরহাম ছিটিয়ে?

[আবার অধীর হয়ে ওঠেন]

দিনার-দিরহাম কেন
যায় যদি জিন্দেগী আমার, দেখে যেতে চাই তবু
মৃত্যু তার। রাজ্য যদি যায়, তবে যাক; তাজ তখ্‌ত্‌
লুটায় ধুলায় যদি,—লুটাক; বিদ্রোহী প্রজাদল;
ঝাণ্ডা যদি তোলে বিদ্রোহের,—করুক বিদ্রোহ তা'রা;
দেখে যেতে চাই তবু মৃত্যু তার। হোক সে কৌশলী
ধূর্ত, প্রিয় জনতার;-ছিন্ন শির হাতেম তা'য়ীর
দেখে যেতে চাই আমি—ধ্বংসমুখে...তবুও...তবুও..

[কক্ষ পরিত্যাগ করেন]

www.pathagar.com

॥ চার ॥

অরণ্য

বৃদ্ধ কাঠুরিয়া-দম্পতি ও সন্তান-সন্ততি

বৃদ্ধা

পাথর-চাপা এ-ভাগ্য!

১ম পুত্র

পাথরের মত গুরুভার
বোঝা বয়ে জিন্দেগানি শেষ হবে, কবে তা জানি না।

২য় পুত্র

জানি না, বেঁচে কি লাভ!

বৃদ্ধা

গরীবের এ পোড়া বরাত
দেখেনি সুখের মুখ; দুঃখ শুধু লেখা এ নসীবে।
[কপালে করাঘাত করে]

বৃদ্ধ কাঠুরিয়া

ধৈর্য ধরো, পাবে ফল এক দিন দরবারে আল্লার।

বৃদ্ধা

জহরের মত ফল পেয়েছি সবরে। জানি না কি
মেওয়ার সন্ধানে আছো দীর্ঘ দিন তুমি।

বৃদ্ধ

ধৈর্য ধরো,
শ্রমের সুফল পাবে দু'জাহান মাঝে!

বৃদ্ধা

অসহ্য এ
নসীহত। তার চেয়ে এসো খুঁজি সতর্ক সজাগ
হাতেম তা'য়ীকে। যদি খুঁজি পাই তাকে ভাগ্যক্রমে
ঘুচে যাবে সব দুঃখ, পাব বিশ সহস্র দিনার
বিনা শ্রমে।

বৃদ্ধ

তার চেয়ে ঢের ভাল রুজী মেহ্নতের

বৃদ্ধা

অর্থহীন কথা শুধু।

www.pathagar.com

১ম পুত্র

জানি না কে বুলন্দ–নসীব
হাতেমের দেখা পাবে কোন দিন ভাগ্যবলে, আর
আশ্‌রফির দিনার পাবে দেখেনি যা চোখে।

২য় পুত্র

রাত্রি দিন
ঘুরেছি অনেক আমি গলি–কুচা শহরে, কখনো
আবাদ বস্তিতে আর স'দাগর মহল্লায়; তবু
হাতেমের পাইনি সন্ধান।

৩য় পুত্র

পাবে না শহরে, গঞ্জে,
লোকালয়ে। সে আছে লুকিয়ে ঘন অরণ্যের মাঝে
নিশাচর প্রাণীদের সাথে। যদি পেতে চাও তাকে
খুঁজে দেখো অরণ্যের..

বৃদ্ধ (থামিয়ে দিয়ে)

চলো যাই কাঠের সন্ধানে;
কিম্বা চলো ফিরে যাই ঘরে। অসংখ্য ভল্লুক, বাঘ
এ বনে লুকিয়ে আছে; আজদাহার আস্তানা এখানে।

১ম পুত্র

হাতেম তা'য়ীর খোঁজে যাব ঘন অরণ্যে।

২য় পুত্র

আমিও
এক সঙ্গে যেতে চাই শিকার সন্ধানে।

৩য় পুত্র

কাঠ–কাটা
আজ তবে বন্ধ থাক।

বৃদ্ধ

হরিণের লোহু খেয়ে বাঁচে
যে হিংস্র বনের বাঘ, খায় না সে রক্ত স্বজাতির।
তোমরা কি আরও হিংস্র হবে? তা'য়ী পুত্র হাতেমের

www.pathagar.com

মাথা বেচে কেন হবে গুনাগার—পশুর অধম?
লোভের কি শেষ নাই? নাই আখেরাত?
হালাল রুজীর পথে চলো তবে লোভ না বাড়িয়ে।

[বনপ্রান্তে হাতেম তা'য়ীর প্রবেশ]

৩য় পুত্র

দেখো দেখো মানুষের ছায়া!

২য় পুত্র (সবিস্ময়ে)

মানুষ? তবে কি এল
তা'য়ী–পুত্র, শা'জাদা এ বনে?

১ম পুত্র

চলো চলো খুঁজে দেখি
হয়তো পারেনি দূরে যেতে।

বৃদ্ধ

মানুষ–শিকারী পশু
ইনসানের ছায়া দেখে অকারণে বাড়াও হিংস্রতা,
লুব্ধ হও চিতা কিম্বা আজদাহার মত।

[নিতান্ত সাদাসিধে লেবাসে
হাতেম তা'য়ীর প্রবেশ।]

হাতেম

এ অরণ্যে
জনপ্রাণী আসে না সহজে। জানি না এসেছো কেন,
কিম্বা এলে রাহা ভুলে হিংস্র বাঘ ভল্লুকের বনে
বিপদ বাড়াতে শুধু। অরণ্যের পথ চিনি আমি,
সঙ্গে এসো; নিয়ে যাব নিরাপদ বস্তির সড়কে।

২য় পুত্র

চলে যাও রাহাগীর নিজের গরজে।

হাতেম (স্মিতহাস্যে)

যাব আমি
নৌ– জোয়ান! সঙ্গে এসো তোমরা সকলে; অকারণে
পোড়ো না বিপদে।

www.pathagar.com

২য় পুত্র

আশ্চর্য মানুষ দেখি। মাথা ব্যথা
শুধু কি তোমারি?

হাতেম

আহত হয়োনা বন্ধু। এ বনের
বেশুমার মুসীবত হয়তো জানো না।

বৃদ্ধা

জঙ্গলের
অন্ধিসন্ধি যদি জানো, দিতে তুমি পারো কি ঠিকানা..

[কথা অসমাপ্ত থাকে]

হাতেম

দ্বিধা কেন কারো তুমি সন্তানের কাছে? কেন হও
পেরেশান; যাবে কোন দিকে?

বৃদ্ধা

তা'য়ী –পুত্র হাতেমের
সন্ধানে এসেছি এই অরণ্য বিজনে। দেখেছো কি
রাহাগীর, কোনখানে তুমি?

হাতেম

কেন, কি কারণে তার
সন্ধানে এসেছ এই বনে?

বৃদ্ধ (তিক্ত কণ্ঠে)

হাজার দিনার পাবে
বিনাশ্রমে, এই শুধু বাসনা এদের। শোননি কি
জালিম নৌফেল শা'র ফরমান এখনো? হাতেমের
মুণ্ড চায় সে পিশাচ সহস্র দিনারে!

হাতেম (মুহূর্ত কাল নীরব থেকে)

তা'য়ী–পুত্র
আমি সে হাতেম।

বৃদ্ধ

মিথ্যা কথা।

www.pathagar.com

হাতেম

মিথ্যা নয় কাঠুরিয়া!

আমি সে হাতেম তা'য়ী,–'য়েমনের বাসিন্দা হাতেম;

সহস্র আশরফি যার কিম্মৎ শিরের।

বৃদ্ধ

মূর্খ তুমি

বুদ্ধিহীন! দীউয়ানা! উম্মাদ!

১ম পুত্র

তুমি সে হাতেম তা'য়ী

'য়ে·ানের শাহার ফরজন্দ?

হাতেম

আমি সে হাতেম তা'য়ী।

বৃদ্ধ

যদি হও তা'য়ী–পুত্র এস তবে আমাদের সাথে।

২য় পুত্র (হিংস্র কণ্ঠে)

পলাতক হও যদি তা'য়ী–পুত্র..

হাতেম (স্নিগ্ধ কণ্ঠে)

কোন ভয় নাই।

(বৃদ্ধার প্রতি)

চলো তবে নৌফেলের দরবারে জননী। ঘুচে যাক

সমস্ত দারিদ্র্য জ্বালা;... যন্ত্রণা দুঃসহ।

বৃদ্ধ (ক্ষিপ্তকণ্ঠে)

কেয়ামতে

কি দেবে জবাব এর লোভী পুত্র–সন্ততি আমার;

বলো তুমি বৃদ্ধা নারী কি দেবে জবাব?

হাতেম

বলো মন্দ কথা তুমি; যাব আমি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়।

সঙ্গে এসো নির্ভয়ে সকলে।

বৃদ্ধ (বিচলিত কণ্ঠে)

অসম্ভব! অসম্ভব!

www.pathagar.com

কে যাবে তোমাকে নিয়ে মৃত্যুর দুয়ারে? ভুখা ফাঁকা
আছি চিরকাল, র'য়ে যাব এক ভাবে। ইন্‌সানের
মাথা বেচে কোন দিন চাব না দৌলত এ জীবনে,
ইন্‌সানের লোহু নিয়ে গুনাগার হবো না কখনো
দুনিয়ায়, আখেরাতের;—বারি তা'লা আল্লার দরবারে।

হাতেম

ব্যাকুল হয়ো না বৃদ্ধ। জিন্দেগানি রেখেছি আমার
আল্লার বান্দার কাজে। সামান্য প্রাণের বিনিময়ে
দুঃখের দুর্দিন যদি কেটে যায় তোমাদের, তবে
দিও না অহেতু বাধা। দেখ চেয়ে বৃদ্ধা পেরেশান
কিভাবে তাকিয়ে আছে, দেখ চেয়ে তোমার ফরজন্দ্
ক্ষুধা-শীর্ণ। সকল যন্ত্রণা দুঃখ ফুরাবে তোমার,
মুশ্‌কিল আসান হবে জিন্দেগীর কঠিন সড়কে;
যদি যাও বাদশার দরবারে।

বৃদ্ধ

অসম্ভব।

হাতেম

যদি তুমি
না হও রাহ্‌বার, তবে যাব একা বাদশার দরবারে;
জানাবো তোমার কথা।

বৃদ্ধ

এ কী মুসীবত!

হাতেম

চলো তবে
আমাকে দেখায়ে পথ অরণ্য বিজনে। দুঃখ রাত্রি
যায় যেন তোমাদের সামান্য এ প্রাণের বদলে!

[অনিচ্ছুক বৃদ্ধকে ঘিরে সকলে চলে যায়]

www.pathagar.com

॥ পাঁচ ॥

নৌফেলের দরবার

শায়ের

উমর দারাজ হোক নৌফেল শাহার।

নৌফেল

ম্লান মুখ,

পেরেশান কেন কবি?

আমীর

মেলেনি কি ছন্দ কাসীদার?

শায়ের (নৌফেলের প্রতি)

গোস্তাখি করুন মাফ জাহাঁপনা। জানাই দরবারে
ফরিয়াদ। রাজ্য, রাজধানী ছেড়ে যায় দলে দলে
সংখ্যাহীন নারী -নর হাতেমের শোকে।

নৌফেল (সিপাহ্‌সালারের প্রতি)

বাধা দাও।

না না যেতে দাও। ওরা সব চলে যাক রাজ্য ছেড়ে,
আর যেন জিন্দেগীতে ফেরে না কখনো। দুশ্‌মনের
সঙ্গে যার মুহব্বত সে-ও তো দুশ্‌মন।

শায়ের

জাহাঁপনা,

রাজ্য রাজধানী হবে গোরস্তান; অশান্তি আঁধারে
ডুবে যাবে সারা দেশ—শান্তিহীন।

নৌফেল

যাক্ তাই যাক্,

ধ্বংস হয়ে যাক দেশ, ধ্বংস হোক সকল সংসার,
চাই না তবুও কোন দুশ্‌মনের ঘৃণ্য সমর্থক;
চাই না বিষাক্ত সাপ দেখে যেতে গোপন-আস্তিনে।

বৃদ্ধ মুর্শিদ

স্থির হয়ে ভেবে দেখো নৌফেল এখনো।

www.pathagar.com

নৌফেল

ভেবেছি তা

বহু দিন বহু রাত্রি দীর্ঘ এ জীবনে।

[কোতোয়ালের প্রবেশ]

কোতোয়াল

জাহাঁপনা

হাতেম তা'য়ীকে নিয়ে অতর্কিতে এসেছে শহরে,
প্রলুব্ধ জনতা। আশরফি ইনাম-চায়।

নৌফেল

এত দিনে

দুশ্‌মন পড়েছে ধরা কঠিন জিঞ্জিরে, এত দিনে
শত্রুকে পেয়েছি আমার পাঞ্জায়। আনো তুমি
হাতেম তা'য়ীর সাথে লুব্ধ জনতাকে! পুরস্কার
পাবে সে সঠিক;—বন্দী করেছে যে হাতেম তা'য়ীকে।

[কোতোয়াল চলে যায়]

মুর্শিদ

কি লাভ নৌফেল! এতে পাবে বলো তুমি? মুক্ত প্রাণ
যে চলে মিলায়ে কাঁধ ইন্‌সানের সাথে, আমানত
খেয়ানত করে না কখনো, সেবাব্রতী যার কাছে
পায় শান্তি, সান্ত্বনা সকলে; কি লাভ ক্ষতিতে তার?
কি সুখ্যাতি পাবে তুমি এই হিংসা-কন্টকিত পথে?

নৌফেল

নিষ্কন্টক হবো আমি। যতি দিন সে র'য়েছে, আর
আমি আমি পৃথিবীতে; শান্তি খুঁজে পাবনা জীবনে
ততদিন। র'য়ে যাব অশান্তির এই জাহান্নাম
অনির্বাণ এ হৃদয়ে, যতদিন সে আছে সম্মুখে।
গলিত কুষ্ঠের মত, বিষাক্ত ক্ষতের মত এই
যন্ত্রণা দুঃসহ। সকলে প্রশংসা গা'বে হাতেমের,
সালাম, তস্‌লিম তা'কে প্রতিদিন জানাবে সকলে;
দুর্বিষহ সে দুনিয়া শান্তিহীন।

মুর্শিদ

অশান্তির মূল

তুমি নিজে। খোদপরস্তীর পাপ ঘিরেছে তোমাকে।
মনে রেখো পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কর্মী, শ্রেষ্ঠ সে খাদিম
চায় না সুলভ খ্যাতি যে আত্মপ্রচারে,—মিশে থাকে
দুঃখে-সুখে মানুষের এ প্রাণপ্রবাহে,—ক্ষুদ্র কণা
তরঙ্গিত সমুদ্রে যেমন। অহংকারী হয় না সে,
অথবা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে না সে ঘৃণ্য জুলুমের
সিংহাসনে 'য়েমনের শাহজাদা।

নৌফেল (অধীরভাবে বাধা দিয়ে)

কথা বন্ধ থাক,

সয়েছি অনেক আমি মুর্শিদের ইজ্জতে, এখন
বন্ধ থাক নসীহত। জানি আমি বাদশার সম্মান,
জানি আমি কি কর্তব্য।

মুর্শিদ (কঠিন স্বরে)

রক্ত যদি নাও হাতেমের

বদ্‌লা নেবে সে খুনের ওয়ারিশান যারা। কীর্তি তার
রয়ে যাবে সব প্রাণে দুনিয়া জাহানে। নাম তার
ছড়াবে হাওয়ার সাথে নিঃস্বার্থ যে মানব- প্রেমিক
আল্লার বান্দার কাজে যে দিয়েছে জিন্দেগানি, আর
তামাম জিন্দেগী ভ'র যে রয়েছে সৃষ্টি খিদমতে।
এ কথা ভেবো না তুমি, অত্যাচারী জালিমের ভয়ে
থেমে যাবে মানুষের মনুষ্যত্ব। জুলুম-শাহীর
ত্রাসণে হয়নি শেষ কোনদিন ধর্ম, নীতি; শুধু
মিটে গেছে জালিমের নাম ও নিশানা।

নৌফেল (ক্ষিপ্ত কণ্ঠে)

বন্দী করো

বন্দী করো এ বৃদ্ধকে,-বে-ঈমান, নিমক-হারাম,
অকৃতজ্ঞ।

www.pathagar.com

[নৌফেলের অকল্পিত আদেশে
সভাস্থ সকলে দিশাহারা হয়ে পড়ে]

মুর্শিদ

নিমক-হারাম নই, নই বে-ঈমান।
শুধু বলি আমি আজ, করো তুমি ইন্‌সাফ জীবনে;
মানুষের মান দিয়ে রাখো তুমি নিজের সম্মান।

নৌফেল

জল্লাদ, গর্দান নাও এ বৃদ্ধের।

মুর্শিদ (আশ্চর্য প্রশান্ত কণ্ঠে)

অস্ত্রের দূরত্ব
যতটুকু, মৃত্যু নয় তত দূরে। দেখ মওতের
নিশানা বৃদ্ধের শিরে, প্রত্যেক শিরায়, ধমনীতে;
লোল চর্মে। কঠিন মৃত্যুর চেয়ে কঠিন তবুও
গুমরাহা ছাত্রের আঘাত; অথবা বিভ্রান্ত পুত্র
অস্ত্র যদি হানে বৃদ্ধ পিতার হলকুমে।

[মুর্শিদের কণ্ঠে আবার
প্রত্যয়ের দৃঢ়তা ফুটে ওঠে]

তবু বলি,
তবু বলি এই কথা, মুমিনের মৃত্যুই চেয়েছি
দীর্ঘ দিন এ জীবনে,—আল্লার দরগাহে। অসত্যের,
অন্যায়ের পদপ্রান্তে চাই নাই আত্মসমর্পণ
পৃথিবীতে। শিক্ষকের দায়িত্বে মহান
শেষ বার বলি তাই: হুঁশিয়ার হও ফিরে আজ
উদ্‌ভ্রান্ত নৌফেল, তুমি ছাড়ো পথ এ আত্মপূজার;
নিজের খঞ্জরে জেনো জালিমের ধ্বংস সুনিশ্চিত।

[মুর্শিদের ভর্ৎসনায় নৌফেল বিমূঢ়
হয়ে পড়েন। হাতেম তায়ী ও
লুব্ধ জনতাকে নিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে
কোতোয়াল প্রবেশ করে। নৌফেলের
চোখে-মুখে হিংস্র উল্লাসের রেখা ফুটে ওঠে]

www.pathagar.com

নৌফেল

সঠিক জবাব দাও, বন্দী করে হাতেম তায়ীকে
কে এনেছে এ শহরে; পাবে পুরস্কার।

(জনতার মধ্যে গুঞ্জন)

অসম্ভব,
অসম্ভব এই কথা , সকলেই নও দাবীদার
কেন ব্যর্থ করো এই গুঞ্জন।

(হাতেমের প্রতি ক্রুর হাস্যে)

তুমি বলো তা'য়ী-পুত্র
যদি থাকে হিম্মৎ তোমার। বন্দী কে করেছে, আর
কে এনেছে তোমাকে এখানে?

হাতেম (অবিচলিত কণ্ঠে)

এই বৃদ্ধ; কাঠুরিয়া।

নৌফেল

কাঠুরিয়া এই বৃদ্ধ! এ জয়ীফ, অস্থি-চর্মসার
তোমাকে করেছে বন্দী! একি পরিহাস?

হাতেম

মিথ্যা নয়,
নয় পরিহাস। আমাকে করেছে বন্দী এই বৃদ্ধ
দুঃখের জিঞ্জিরে। তোমার ঘোষণা তুমি পূর্ণ করো
নৌফেল! ইনাম দাও বিঘোষিত,—এ বৃদ্ধকে আর
হাতেম তায়ীর শির নাও বিনিময়ে।

[দরবারে প্রবল গুঞ্জন রব]

বৃদ্ধ কাঠুরিয়া আর্তকণ্ঠে

জাহাঁপনা,
গোস্তাখি করুন মাফ, ভাগ্যহত কাঠুরিয়া আমি
বৃদ্ধ বদ -নসীব। জিন্দেগী গোজরান করি কাঠ কেটে,
কাঠ বেচে শহরে, বন্দরে। করিনি কখনো বন্দী,
কি সাধ্য আমার, শক্তি কতটুকু রাখি এ বাযুতে

www.pathagar.com

বন্দী করি একে। এসেছে দারাজ-দিল মুক্ত প্রাণ
দরদী আমার দুঃখে ভয়হীন মৃত্যুর সম্মুখে।
এজাজত পাই যদি, বলি তবে আমি সে কাহিনী
হাজিরানে মজলিস—সকলের সুম্মুখে দরবারে।

নৌফেল

বলো তুমি সে কাহিনী।

কাঠুরিয়া

জিন্দেগীর শুরু থেকে আমি
লক্ষ মুসিবতে ঘেরা দেখেছি এ সংসার যেমন
সকল দুর্গত, দীন, মজলুমান দেখে পৃথিবীতে।
কেটেছে বৎসর মাস অর্ধাহারে, অনাহারে, ভয়ে
স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে। বাদশার ফরমান শুনে
লুব্ধ হল এক দিন বৃদ্ধা স্ত্রী, সন্ততি আমার
স্বর্ণ আশরফির লোভে। শহরে, গঞ্জে ও লোকালয়ে
সন্ধান চালালো লোভী শকুনির হিংস্র দৃষ্টি মেলে;
কিন্তু ব্যর্থ হল সব-ই। হতাশ্বাস সকলে যখন
একদা অরণ্য-ছায়ে দেখা দিল এ বীর মহান,
নিজ মস্তকের মূল্যে বাঁচাতে সে দাঁড়ালো সহজে
নির্ভীক;—মৃত্যুর মুখে।

নৌফেল (বিস্ময়-বিমূঢ় কণ্ঠে)

সত্য কথা?

কাঠুরিয়া (ব্যাকুল কণ্ঠে)

সত্য জাহাঁপনা,
কি লাভ মিথ্যায়? দিয়েছি অসংখ্য বাধা বহু বার,
শোনেনি; শোনেনি তবু . . .

[বৃদ্ধ কাঠুরিয়া অভিভূত হয়ে পড়ে]

আমীর (সন্দিগ্ধ)

জানি না কি গূঢ় প্রয়োজনে
এসেছে হাতেম তা'য়ী!

বৃদ্ধ মুর্শিদ (উদ্দীপ্ত কণ্ঠে)

এসেছে সে নির্ভীক, দিলীর

www.pathagar.com

প্রাণ বিনিময়ে তার, মজলুমের বেদনা মুছাতে;
এসেছে ঘুচাতে দুঃখ বঞ্চিত দুঃখীর। এসেছে সে
নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নিষ্কম্প হৃদয়ে।... কে দেখেছে
এমন দারাজ কে দেখেছে দুনিয়া জাহানে?

শায়ের -

কে শুনেছে এই ত্যাগ, মর্দমীর কথা? প্রবৃত্তির
ঊর্ধ্বে জানি ফেরেশতারা—নূরানী লেবাস; কিন্তু ধূলি
মলিন লেবাস যার সেই লুব্ধ মাটির মানুষ
হিংসা ও বিদ্বেষে অন্ধ করে যায় ব্যর্থ হানাহানি
ভ্রাতৃরক্তে প্রতিদিন বাড়ায়ে মুনাফা। এ মাটিতে,
হীন সার্থে কলঙ্কিত জুলমাতের হিংস্র অন্ধকারে
যেখানে দুর্লভ জানি মনুষ্যত্ব, মর্দমী, সেখানে
হাতেম তা'য়ীর ত্যাগ অন্তহীন দরিয়ার মত,
হাতেম তা'য়ীর শির পর্বতের মত মহীয়ান,
সুবৃহে উম্মীদের মত মুখ তার উজ্জ্বল রওশন।

[দরবারে অচিন্তিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।
সকল সভাসদ উঠে দাঁড়ায়। নতমুখ নৌফেল
সিংহাসন ছেড়ে নেমে আসেন।]

নৌফেল

বুঝেছি খ্যাতির মূল্য এতদিনে, বুঝেছি এখন
যে মানুষ প্রাণ দিয়ে করে যায় বিশ্বের কল্যাণ
কুল মখলুকের বুকে স্থান তার; দুনিয়া জাহানে
পায় সে বিপুল মান জীবনে অথবা মৃত্যুপারে।
'য়েমনের শাহজাদা! ক্ষমা করো শত্রুতা আমার।

হাতেম

স্থির হও বাদশা নেকনাম। সামান্য খাদিম আমি
ইন্‌সানের, তবু বলি, এলাহির রেজামন্দি চেয়ে
যে হয় খিদমতগার মানুষের কিম্বা মখলুকের
হয় না সে কোন দিন খ্যাতির পূজারী। যে মুমিন,
মুজাহিদ, বিশ্বাসী যে, হয় না সে আনত কখনো;

www.pathagar.com

হয় না সে কোন দিন খ্যাতির পূজারী। যে মুমিন,
মুজাহিদ, বিশ্বাসী যে, হয় না সে আনত কখনো;
হয় না সে নতশির আল্লা ছাড়া অন্য কারো কাছে।
যদি সে প্রলুব্ধ হয় ধ্বংস করে সত্তা সে নিজের,
অসত্যের ভারবাহী মরে সেই গুমরাহা প্রাণ
অবরুদ্ধ হয় যদি খ্যাতি, অর্থ, স্বার্থের পিঞ্জরে।

নৌফেল

চিনেছি তোমার রাহা এতদিনে, কামিল ইন্‌সান
'য়েমনি হাতেম তা'য়ী। আমার মনের অন্ধকার।
রেখেছিল এত দিন বন্দী করে সে কালো জিন্দানে
ছিল না যেখানে আলো, ছিল শুধু রাত্রির গুমোট
ঈর্ষা–বিষ–বাষ্পে ভরা। হৃদয়ের স্পর্শে দেখি চেয়ে
উজ্জ্বল কুতুব তারা জ্বলে আজ সম্মুখে আমার
অকলঙ্ক দ্যুতিমান। মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়ে
লুকালো বিবরে যত প্রবৃত্তির হিংস্র শ্বাপদেরা
মুহ্যমান সে আলোকে। ক্ষমা করো শত্রুর শত্রুতা।
আল্লার পিয়ারা বান্দা, নাও তুমি তাজ তখ্‌ত্‌ ফিরে,
নাও শাহী বালাখানা; দিয়ে যাও মহৎ প্রেরণা
প্রেমপন্থী সুমহান আদর্শের পথে, নিয়ে যাও
বিক্ষত, বিভ্রান্ত জনে মানুষের মুক্তির মঞ্জিলে;
বন্ধু বলে ভাবো তাকে যে করেছে শত্রুতা জীবনে।

[হাতেম তা'য়ীর মাথায় তাজ পরিয়ে দিলেন]

শায়ের

কাব্য নয়, গান নয়, শিল্প নয়,—শুধু সে মানুষ
নিঃস্বার্থ, ত্যাগী ও কর্মী, সেবাব্রতী—পারে যে জাগাতে
সমস্ত ঘুমন্ত প্রাণ,—ঘুমঘোরে যখন বেহুঁশ
জ্বালাতে পারে যে আলো ঝড়-ক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতে;
যার সাথে শুরু হয় পথ চলা জাগ্রত যাত্রীর
দিল সে ইশারা আজ আত্মত্যাগ হাতেম তা'য়ীর॥

www.pathagar.com

www.pathagar.com